আল তৌরাত, আল জবুর এবং ইঞ্জিল শরীফের

বাছাইকৃত গল্প

কিতাবুল মোকাদ্দস

আল তৌরাত, আল জবুর এবং ইঞ্জিল শরীফ আল্লাহ্‌র কালাম এবং এগুলো প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন রূপান্তরিত করে। প্রিন্টার-বান্ধব বাছাইকৃত গল্পগুলো আপনাকে আল্লাহ্‌র গল্পের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণি পেতে সাহায্য করবে: নিখুঁত শুরু, দুঃখজনক বিকৃতি, উদ্ধার ও মুক্তির পরিকল্পনা এবং চিরকাল সুখে শান্তিতে বসবাস। এই তথ্যপঞ্জিটি www.journeytotruth.tv – এর মাধ্যমে সংকলিত করা হয়েছে।

এই গল্পগুলো কীভাবে পড়বেন

ভিডিওর চরিত্রগুলোর মত আল্লাহ্‌র কালাম কীভাবে পড়বেন তা জানার জন্য এখানে একটি উপকারী উপকরণ দেয়া হল। এটি আপনি নিজে নিজেও করতে পারেন কিন্তু বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে করলে আরো বেশি উপকৃত হবেন।

- মুনাজাত করুন – তাঁর কালাম বোঝার জন্য আল্লাহ্‌র কাছ থেকে সাহায্য চান।
- গল্পটি দুই তিনবার পড়ুন।
- গল্পটি নিজের ভাষায় পুনরাবৃত্তি করুন।
- আলোচনা করুন:
    ১. গল্পে অদ্ভুত বা চমকে দেয়ার মত কি কিছু আছে?
    ২. এই গল্পে আপনি আল্লাহ্‌কে কী করতে দেখছেন?
    ৩. এই গল্পে আপনি মানুষকে কী করতে দেখছেন?
    ৪. এই সপ্তাহে আমি কীভাবে গল্পটি আমার জীবনে প্রয়োগ করতে পারি?
    ৫. এই সপ্তাহে গল্পটি আমি কীভাবে অন্যকে বলতে পারি?
- একে অন্যের জন্য মুনাজাত করুন।

পরবর্তী সপ্তাহে শুরু করার সময় তাদের জিজ্ঞেস করুন তারা কিতাবের বাধ্য ছিল কি না এবং গল্পটি তারা আর কাকে জানিয়েছে। আপনি যতই পড়বেন ততই আল্লাহ্‌র এবাদত করতে চাইবেন। সময় নিয়ে মুনাজাত করুন এবং আল্লাহ্‌র

উদ্দেশ্যে প্রশংসা গীত গান। এবাদতের গান শোনার জন্য ইউটিউব একটি চমৎকার জায়গা। সত্যের পথে যাত্রা-এর লোগোতে উল্লেখিত সংখ্যাটি হল সেই মূলসুর বা গল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত পর্বের সংখ্যা।

গল্পসমূহ

নিখুঁত শুরু

১. সৃষ্টি

দুঃখজনক পরিণতি

২. আদম ও হাওয়া এবং তাঁদের পতন

আল্লাহ্‌র মুক্ত ও উদ্ধার করার পরিকল্পনা

৩. হযরত ইব্রাহীমের বিশ্বাস

৪. হযরত মুসা ও উদ্ধার-ঈদ

৫. উদ্ধারকর্তা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী

৬. ঈসা-আল-মসীহ্‌র জন্ম (ঈসা মসীহ্‌)

৭. অবশ রোগীকে সুস্থ করা

৮. ক্রুশবিদ্ধ হওয়া

৯. পুনরুত্থান

চিরকাল সুখে শান্তিতে বসবাস

১০. নতুন জন্ম ও উদ্ধার

১১. তরিকাবন্দী ও অনুতাপ

১২. অবস্থান করা

১৩. প্রভুর ভোজ ও মুনাজাত

১৪. আল্লাহ্‌র রাজ্য বৃদ্ধি করা

নিখুঁত শুরু

১. সৃষ্টি

পয়দায়েশ ১ এবং ২ থেকে নেয়া

১ সৃষ্টির শুরুতেই আল্লাহ্ আসমান ও জমীন সৃষ্টি
করলেন। 2দুনিয়ার উপরটা তখনও কোন বিশেষ
আকার পায় নি, আর তার মধ্যে জীবন্ত কিছুই ছিল না;
তার উপরে ছিল অন্ধকারে ঢাকা গভীর পানি। আল্লাহ্র
রূহ্ সেই পানির উপরে চলাফেরা করছিলেন।

3-5আল্লাহ্ বললেন, "আলো হোক।" আর তাতে
আলো হল। তিনি দেখলেন তা চমৎকার হয়েছে। তিনি
অন্ধকার থেকে আলোকে আলাদা করে আলোর নাম
দিলেন দিন আর অন্ধকারের নাম দিলেন রাত।
এইভাবে সন্ধ্যাও গেল সকালও গেল, আর সেটাই ছিল
প্রথম দিন।

6তারপর আল্লাহ্ বললেন, "পানির মধ্যে একটা
ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি হোক, আর তাতে পানি দু'ভাগ হয়ে
যাক।" 7এইভাবে আল্লাহ্ পানির মধ্যে একটা ফাঁকা
জায়গার সৃষ্টি করলেন এবং নীচের পানি ও উপরের
পানি আলাদা করলেন। তাতে উপরের পানি ও নীচের
পানি আলাদা হয়ে গেল। 8আল্লাহ্ যে ফাঁকা জায়গার
সৃষ্টি করেছিলেন তার নাম তিনি দিলেন আসমান।
এইভাবে সন্ধ্যাও গেল সকালও গেল, আর সেটাই ছিল
দ্বিতীয় দিন।

9এর পর আল্লাহ্ বললেন, "আসমানের নীচের সব
পানি এক জায়গায় জমা হোক এবং শুকনা জায়গা
দেখা দিক।" আর তা-ই হল। 10আল্লাহ্ সেই শুকনা
জায়গার নাম দিলেন ভূমি, আর সেই জমা হওয়া পানির
নাম দিলেন সমুদ্র। আল্লাহ্ দেখলেন তা চমৎকার
হয়েছে।

11তারপর আল্লাহ্ বললেন, "ভূমির উপরে ঘাস
গজিয়ে উঠুক; আর এমন সব শস্য ও শাক-সবজীর
গাছ হোক যাদের নিজের নিজের বীজ থাকবে। ভূমির
উপর বিভিন্ন জাতের ফলের গাছও গজিয়ে উঠুক
যেগুলোতে তাদের নিজের নিজের ফল ধরবে; আর
সেই সব ফলের মধ্যে থাকবে তাদের নিজের নিজের
বীজ।" আর তা-ই হল। 12ভূমির মধ্যে ঘাস, নিজের
বীজ আছে এমন সব বিভিন্ন জাতের শস্য ও শাক-
সবজীর গাছ এবং বিভিন্ন জাতের ফলের গাছের জন্ম
হল; আর সেই সব ফলের মধ্যে তাদের নিজের নিজের
বীজ ছিল। আল্লাহ্ দেখলেন তা চমৎকার
হয়েছে। 13এইভাবে সন্ধ্যাও গেল সকালও গেল, আর
সেটাই ছিল তৃতীয় দিন।

14তারপর আল্লাহ্ বললেন, "আসমানের মধ্যে
আলো দেয় এমন সব কিছু দেখা দিক, আর তা রাত
থেকে দিনকে আলাদা করুক। সেগুলো আলাদা আলাদা
দিন, ঋতু আর বছরের জন্য চিহ্ন হয়ে
থাকুক। 15আসমান থেকে সেগুলো দুনিয়ার উপর
আলো দিক।" আর তা-ই হল। 16আল্লাহ্ দু'টা বড়
আলো তৈরী করলেন। তাদের মধ্যে বড়টিকে দিনের
উপর রাজত্ব করবার জন্য, আর ছোটটিকে রাতের
উপর রাজত্ব করবার জন্য তৈরী করলেন। তা ছাড়া

তিনি তারাও তৈরী করলেন। 17তিনি সেগুলোকে আসমানের মধ্যে স্থাপন করলেন যাতে সেগুলো দুনিয়ার উপর আলো দেয়, 18দিন ও রাতের উপর রাজত্ব করে আর অন্ধকার থেকে আলোকে আলাদা করে রাখে। আল্লাহ্ দেখলেন তা চমৎকার হয়েছে। 19এইভাবে সন্ধ্যাও গেল সকালও গেল, আর সেটাই ছিল চতুর্থ দিন।

20তারপর আল্লাহ্ বললেন, "পানি বিভিন্ন প্রাণীর ঝাঁকে ভরে উঠুক, আর দুনিয়ার উপরে আসমানের মধ্যে বিভিন্ন পাখী উড়ে বেড়াক।" 21এইভাবে আল্লাহ্ সমুদ্রের বড় বড় প্রাণী এবং পানির মধ্যে ঝাঁক বেঁধে ঘুরে বেড়ানো বিভিন্ন জাতের প্রাণী সৃষ্টি করলেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন জাতের পাখীও সৃষ্টি করলেন। তাদের প্রত্যেকের নিজের নিজের জাতি অনুসারে বংশ বৃদ্ধি করবার ক্ষমতা রইল। আল্লাহ্ দেখলেন তা চমৎকার হয়েছে। 22আল্লাহ্ তাদের এই বলে দোয়া করলেন, "বংশবৃদ্ধির ক্ষমতায় পূর্ণ হয়ে তোমরা নিজেদের সংখ্যা বাড়িয়ে তোলো, আর তা দিয়ে সমুদ্রের পানি পূর্ণ কর। দুনিয়ার উপরে পাখীরাও নিজের নিজের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলুক।" 23এইভাবে সন্ধ্যাও গেল সকালও গেল, আর সেটাই ছিল পঞ্চম দিন।

24তারপর আল্লাহ্ বললেন, "মাটি থেকে এমন সব প্রাণীর জন্ম হোক যাদের নিজের নিজের জাতকে বাড়িয়ে তুলবার ক্ষমতা থাকবে। তাদের মধ্যে গৃহপালিত, বন্য ও বুকে-হাঁটা প্রাণী থাকুক।" আর তা-ই হল। 25আল্লাহ্ দুনিয়ার সব রকমের বন্য, গৃহপালিত এবং বুকে-হাঁটা প্রাণী সৃষ্টি করলেন। এদের সকলেরই নিজের নিজের জাতকে বাড়িয়ে তুলবার ক্ষমতা রইল। আল্লাহ্ দেখলেন তা চমৎকার হয়েছে।

প্রথম মানুষ

26তারপর আল্লাহ্ বললেন, "আমরা আমাদের মত করে এবং আমাদের সংগে মিল রেখে এখন মানুষ তৈরী করি। তারা সমুদ্রের মাছ, আকাশের পাখী, পশু, বুকে-হাঁটা প্রাণী এবং সমস্ত দুনিয়ার উপর রাজত্ব করুক।" 27পরে আল্লাহ্ তাঁর মত করেই মানুষ সৃষ্টি করলেন। হ্যাঁ, তিনি তাঁর মত করেই মানুষ সৃষ্টি করলেন, সৃষ্টি করলেন পুরুষ ও স্ত্রীলোক করে। 28আল্লাহ্ তাঁদের দোয়া করে বললেন, "তোমরা বংশবৃদ্ধির ক্ষমতায় পূর্ণ হও, আর নিজেদের সংখ্যা বাড়িয়ে দুনিয়া ভরে তোলো এবং দুনিয়াকে নিজেদের শাসনের অধীনে আন। এছাড়া তোমরা সমুদ্রের মাছ, আকাশের পাখী এবং মাটির উপর ঘুরে বেড়ানো প্রত্যেকটি প্রাণীর উপরে রাজত্ব কর।"

29এর পরে আল্লাহ্ বললেন, "দেখ, দুনিয়ার উপরে প্রত্যেকটি শস্য ও শাক-সবজী যার নিজের বীজ আছে এবং প্রত্যেকটি গাছ যার ফলের মধ্যে তার বীজ রয়েছে সেগুলো আমি তোমাদের দিলাম। এগুলোই তোমাদের খাবার হবে। 30দুনিয়ার উপরের প্রত্যেকটি পশু, আসমানের প্রত্যেকটি পাখী এবং বুকে-হাঁটা প্রত্যেকটি প্রাণী, এক কথায় সমস্ত প্রাণীর খাবারের জন্য আমি সমস্ত শস্য ও শাক-সবজী দিলাম।" আর তা-ই হল।

31আল্লাহ্ তাঁর নিজের তৈরী সব কিছু দেখলেন। সেগুলো সত্যিই খুব চমৎকার হয়েছিল। এইভাবে সন্ধ্যাও গেল সকালও গেল, আর সেটাই হল ষষ্ঠ দিন।

২ আল্লাহ্‌র পবিত্র দিন

1এইভাবে আসমান ও জমীন এবং তাদের মধ্যেকার সব কিছু তৈরী করা শেষ হল।

2আল্লাহ্ তাঁর সব সৃষ্টির কাজ ছয় দিনে শেষ করলেন;
তিনি সপ্তম দিনে সৃষ্টির কোন কাজ করলেন না। 3এই
সপ্তম দিনটিকে তিনি দোয়া করে পবিত্র করলেন, কারণ
ঐ দিনে তিনি কোন সৃষ্টির কাজ করেন নি।

দুঃখজনক পরিণতি

২. আদম ও হাওয়া এবং তাঁদের পতন

পয়দায়েশ ২ এবং ৩ থেকে নেয়া

২ মাবুদ আল্লাহ্ সেই মানুষটিকে নিয়ে আদন বাগানে
রাখলেন যাতে তিনি তাতে চাষ করতে পারেন ও তার
দেখাশোনা করতে পারেন। 16পরে মাবুদ আল্লাহ্ তাঁকে
হুকুম দিয়ে বললেন, "তুমি তোমার খুশীমত এই
বাগানের যে কোন গাছের ফল খেতে পার; 17কিন্তু
নেকী-বদী-জ্ঞানের যে গাছটি রয়েছে তার ফল তুমি
খাবে না, কারণ যেদিন তুমি তার ফল খাবে সেই দিন
নিশ্চয়ই তোমার মৃত্যু হবে।"

প্রথম স্ত্রীলোক

18পরে মাবুদ আল্লাহ্ বললেন, "মানুষটির পক্ষে
একা থাকা ভাল নয়। আমি তার জন্য একজন উপযুক্ত
সংগী তৈরী করব।" 19মাবুদ আল্লাহ্ মাটি থেকে ভূমির
যে সব জীবজন্তু ও আকাশের পাখী তৈরী করেছিলেন
সেগুলো সেই মানুষটির কাছে আনলেন। মাবুদ দেখতে
চাইলেন তিনি সেগুলোকে কি বলে ডাকেন। তিনি সেই
সব প্রাণীগুলোর যেটিকে যে নামে ডাকলেন সেটির
সেই নামই হল। 20তিনি প্রত্যেকটি গৃহপালিত ও বন্য
পশু এবং আকাশের পাখীর নাম দিলেন, কিন্তু
সেগুলোর মধ্যে সেই পুরুষ মানুষটির, অর্থাৎ আদমের
কোন উপযুক্ত সংগী দেখা গেল না।

21সেইজন্য মাবুদ আল্লাহ্ আদমের উপর একটা
গভীর ঘুম নিয়ে আসলেন, আর তাতে তিনি ঘুমিয়ে
পড়লেন। তখন তিনি তাঁর একটা পাঁজর তুলে নিয়ে
সেই জায়গাটা বন্ধ করে দিলেন। 22আদম থেকে তুলে
নেওয়া সেই পাঁজরটা দিয়ে মাবুদ আল্লাহ্ একজন
স্ত্রীলোক তৈরী করে তাঁকে আদমের কাছে নিয়ে
গেলেন। 23তাঁকে দেখে আদম বললেন, "এবার
হয়েছে। এঁর হাড়-মাংস আমার হাড়-মাংস থেকেই
তৈরী। পুরুষ লোকের শরীরের মধ্য থেকে তুলে নেওয়া
হয়েছে বলে এঁকে স্ত্রীলোক বলা হবে।" 24এইজন্যই
মানুষ পিতা-মাতাকে ছেড়ে তার স্ত্রীর সংগে এক হয়ে
থাকবে আর তারা দু'জন এক শরীর হবে। 25তখন
আদম এবং তাঁর স্ত্রী উলংগ থাকতেন, কিন্তু তাতে
তাঁদের কোন লজ্জাবোধ ছিল না।

মানুষের অবাধ্যতা

৩ মাবুদ আল্লাহ্র তৈরী ভূমির জীবজন্তুদের মধ্যে
সাপ ছিল সবচেয়ে চালাক। এই সাপ একদিন সেই
স্ত্রীলোকটিকে বলল, "আল্লাহ্ কি সত্যি তোমাদের
বলেছেন যে, বাগানের সব গাছের ফল তোমরা খেতে
পারবে না?"

2জবাবে স্ত্রীলোকটি বললেন, "বাগানের গাছের ফল
আমরা খেতে পারি। 3তবে বাগানের মাঝখানে যে
গাছটি রয়েছে তার ফল সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেছেন,
'তোমরা তার ফল খাবেও না, ছোঁবেও না। তা করলে
তোমাদের মৃত্যু হবে।' "

4তখন সাপ স্ত্রীলোকটিকে বলল, "কখনও না,
কিছুতেই তোমরা মরবে না। 5আল্লাহ্ জানেন, যেদিন
তোমরা সেই গাছের ফল খাবে সেই দিনই তোমাদের
চোখ খুলে যাবে। তাতে নেকী-বদীর জ্ঞান পেয়ে
তোমরা আল্লাহ্র মতই হয়ে উঠবে।"

6স্ত্রীলোকটি যখন বুঝলেন যে, গাছটার ফলগুলো খেতে ভাল হবে এবং সেগুলো দেখতেও সুন্দর আর তা ছাড়া জ্ঞান লাভের জন্য কামনা করবার মতও বটে, তখন তিনি কয়েকটা ফল পেড়ে নিয়ে খেলেন। সেই ফল তিনি তাঁর স্বামীকেও দিলেন এবং তাঁর স্বামীও তা খেলেন। 7এতে তখনই তাঁদের দু'জনের চোখ খুলে গেল। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, তাঁরা উলংগ অবস্থায় আছেন। তখন তাঁরা কতগুলো ডুমুরের পাতা একসংগে জুড়ে নিয়ে নিজেদের জন্য খাটো ঘাগ্‌রা তৈরী করে নিলেন।

8যখন সন্ধ্যার বাতাস বইতে শুরু করল তখন তাঁরা মাবুদ আল্লাহ্‌র গলার আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি বাগানের মধ্যে বেড়াচ্ছিলেন। তখন আদম ও তাঁর স্ত্রী বাগানের গাছপালার মধ্যে নিজেদের লুকালেন যাতে মাবুদ আল্লাহ্‌র সামনে তাঁদের পড়তে না হয়। 9মাবুদ আল্লাহ্‌ আদমকে ডেকে বললেন, "তুমি কোথায়?"

10তিনি বললেন, "বাগানের মধ্যে আমি তোমার গলার আওয়াজ শুনেছি। কিন্তু আমি উলংগ, তাই ভয়ে লুকিয়ে আছি।"

11তখন মাবুদ আল্লাহ্‌ বললেন, "তুমি যে উলংগ সেই কথা কে তোমাকে বলল? যে গাছের ফল খেতে আমি তোমাকে নিষেধ করেছিলাম তা কি তুমি খেয়েছ?"

12আদম বললেন, "যে স্ত্রীলোককে তুমি আমার সংগিনী হিসাবে দিয়েছ সে-ই আমাকে ঐ গাছের ফল দিয়েছে আর আমি তা খেয়েছি।"

13তখন মাবুদ আল্লাহ্‌ সেই স্ত্রীলোককে বললেন, "তুমি এ কি করেছ?"

স্ত্রীলোকটি বললেন, "ঐ সাপ আমাকে ছলনা করে ভুলিয়েছে আর সেইজন্য আমি তা খেয়েছি।"

অবাধ্যতার শাস্তি

14তখন মাবুদ আল্লাহ্‌ সেই সাপকে বললেন, "তোমার এই কাজের জন্য ভূমির সমস্ত গৃহপালিত আর বন্য প্রাণীদের মধ্যে তোমাকে সবচেয়ে বেশী বদদোয়া দেওয়া হল। তুমি সারা জীবন পেটের উপর ভর করে চলবে এবং ধুলা খাবে। 15আমি তোমার ও স্ত্রীলোকের মধ্যে এবং তোমার বংশ ও স্ত্রীলোকের মধ্য দিয়ে আসা বংশের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করব। সেই বংশের একজন তোমার মাথা পিষে দেবে আর তুমি তার পায়ের গোড়ালীতে ছোবল মারবে।"

16তারপর তিনি সেই স্ত্রীলোকটিকে বললেন, "আমি তোমার গর্ভকালীন অবস্থায় তোমার কষ্ট অনেক বাড়িয়ে দেব। তুমি যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে সন্তান প্রসব করবে। স্বামীর জন্য তোমার খুব কামনা হবে, আর সে তোমার উপর কর্তৃত্ব করবে।"

17তারপর তিনি আদমকে বললেন, "যে গাছের ফল খেতে আমি নিষেধ করেছিলাম তুমি তোমার স্ত্রীর কথা শুনে তা খেয়েছ। তাই তোমার দরুন মাটিকে বদদোয়া দেওয়া হল। সারা জীবন ভীষণ পরিশ্রম করে তবে তুমি মাটির ফসল খাবে। 18তোমার জন্য মাটিতে কাঁটাগাছ ও শিয়ালকাঁটা গজাবে, কিন্তু তোমার খাবার হবে ক্ষেতের ফসল। 19যে মাটি থেকে তোমাকে তৈরী করা হয়েছিল সেই মাটিতে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তোমাকে খেতে হবে। তোমার এই ধুলার শরীর ধুলাতেই ফিরে যাবে।"

20আদম তাঁর স্ত্রীর নাম দিলেন হাওয়া (যার মানে
“জীবন”), কারণ তিনি সমস্ত জীবিত লোকদের মা
হবেন। 21আদম ও তাঁর স্ত্রীর জন্য মাবুদ আল্লাহ্ পশুর
চামড়ার পোশাক তৈরী করে তাঁদের পরিয়ে দিলেন।
22তারপর মাবুদ আল্লাহ্ বললেন, “দেখ, নেকী-বদীর
জ্ঞান পেয়ে মানুষ আমাদের একজনের মত হয়ে
উঠেছে। এবার তারা যেন জীবন্তগাছের ফল পেড়ে
খেয়ে চিরকাল বেঁচে না থাকে সেইজন্য আমাদের কিছু
করা দরকার।”

23এই বলে মাবুদ আল্লাহ্ মাটির তৈরী মানুষকে
মাটি চাষ করবার জন্য আদন বাগান থেকে বের করে
দিলেন। 24এইভাবে তিনি তাঁদের তাড়িয়ে দিলেন।
তারপর তিনি জীবন্তগাছের কাছে যাওয়ার পথ পাহারা
দেবার জন্য আদন বাগানের পূর্ব দিকে কারুবীদের
রাখলেন, আর সেই সংগে সেখানে একখানা জ্বলন্ত
তলোয়ারও রাখলেন যা অনবরত ঘুরতে থাকল।

আল্লাহ্‌র মুক্ত ও উদ্ধার করার পরিকল্পনা

৩. হযরত ইব্রাহীমের বিশ্বাস

পয়দায়েশ ১৫ এবং ২২ থেকে নেয়া

১৫ হযরত ইব্রাম (আঃ)-এর জন্য আল্লাহ্‌র ব্যবস্থা

এর পর মাবুদ ইব্রামকে দর্শনের মধ্য দিয়ে বললেন, "ইব্রাম, ভয় কোরো না। ঢালের মত করে আমিই তোমাকে রক্ষা করব, আর তোমার পুরস্কার হবে মহান।"

2ইব্রাম বললেন, "হে মাবুদ, আমার মালিক, তুমি আমাকে কি দেবে? আমার তো কোন ছেলেমেয়ে নেই। আমার মৃত্যুর পরে দামেস্কের ইলীয়েষর আমার সম্পত্তির ওয়ারিশ হবে। 3তুমি কি আমাকে কোন সন্তান দিয়েছ? কাজেই আমার বাড়ীর একজন গোলামই তো আমার পরে আমার বিষয়-সম্পত্তির ওয়ারিশ হবে।" 4তখন মাবুদ ইব্রামকে বললেন, "না, ওয়ারিশ সে হবে না। তোমার নিজের সন্তানই তোমার সম্পত্তির ওয়ারিশ হবে।" 5পরে মাবুদ ইব্রামকে বাইরে নিয়ে গিয়ে বললেন, "আসমানের দিকে তাকাও এবং যদি পার ঐ তারাগুলো গুণে শেষ কর। তোমার বংশের লোকেরা ঐ তারার মতই অসংখ্য হবে।"

6ইব্রাম মাবুদের কথার উপর ঈমান আনলেন আর মাবুদ সেইজন্য তাঁকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করলেন।

২২ হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর ছেলেকে কোরবানী দেওয়া

1এই সমস্ত ঘটনার পর আল্লাহ্‌ ইব্রাহিমকে এক পরীক্ষায় ফেললেন। আল্লাহ্‌ তাঁকে ডাকলেন, "ইব্রাহিম।"

ইব্রাহিম জবাব দিলেন, "এই যে আমি।"

2আল্লাহ্‌ বললেন, "তোমার ছেলেকে, অদ্বিতীয় ছেলে ইসহাককে, যাকে তুমি এত ভালবাস তাকে নিয়ে তুমি মোরিয়া এলাকায় যাও। সেখানে যে পাহাড়টার কথা আমি তোমাকে বলব তার উপরে তুমি তাকে পোড়ানো-কোরবানী হিসাবে কোরবানী দাও।"

3সেইজন্য ইব্রাহিম খুব ভোরে উঠে একটা গাধার পিঠে গদি চাপালেন। তারপর তাঁর ছেলে ইসহাক ও দু'জন গোলামকে সংগে নিলেন, আর পোড়ানো-কোরবানীর জন্য কাঠ কেটে নিয়ে যে জায়গার কথা আল্লাহ্‌ তাঁকে বলেছিলেন সেই দিকে রওনা হলেন। 4তিন দিনের দিন ইব্রাহিম চোখ তুলে চাইতেই দূর থেকে সেই জায়গাটা দেখতে পেলেন। 5তখন তিনি তাঁর গোলামদের বললেন, "তোমরা গাধাটা নিয়ে এখানেই থাক; আমার ছেলে আর আমি ওখানে যাব। ওখানে আমাদের এবাদত শেষ করে আবার আমরা তোমাদের কাছে ফিরে আসব।"

6এই বলে ইব্রাহিম পোড়ানো-কোরবানীর জন্য কাঠের বোঝাটা তাঁর ছেলে ইসহাকের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে নিজে আগুনের পাত্র ও ছোরা নিলেন। তারপর তাঁরা দু'জনে একসংগে হাঁটতে লাগলেন। 7তখন ইসহাক তাঁর পিতা ইব্রাহিমকে ডাকলেন, "আব্বা।"

ইব্রাহিম বললেন, "জ্বী বাবা, কি বলছ?"

ইসহাক বললেন, “পোড়ানো-কোরবানীর জন্য কাঠ আর আগুন রয়েছে দেখছি, কিন্তু ভেড়ার বাচ্চা কোথায়?”

8ইব্রাহিম বললেন, “ছেলে আমার, পোড়ানো-কোরবানীর জন্য আল্লাহ্ নিজেই ভেড়ার বাচ্চা যুগিয়ে দেবেন।” এই সব কথা বলতে বলতে তাঁরা এগিয়ে গেলেন।

9যে জায়গার কথা আল্লাহ্ ইব্রাহিমকে বলে দিয়েছিলেন তাঁরা সেখানে গিয়ে পৌঁছালেন। সেখানে পৌঁছে ইব্রাহিম একটা কোরবানগাহ্ তৈরী করে তার উপর কাঠ সাজালেন। পরে ইসহাকের হাত-পা বেঁধে তাঁকে সেই কোরবানগাহের কাঠের উপর রাখলেন। 10তারপর ইব্রাহিম ছেলেটিকে মেরে ফেলবার জন্য ছোরা হাতে নিলেন। 11এমন সময় মাবুদের ফেরেশতা বেহেশত থেকে তাঁকে ডাকলেন, “ইব্রাহিম, ইব্রাহিম!”

ইব্রাহিম জবাব দিলেন, “এই যে আমি।”

12ফেরেশতা বললেন, “ছেলেটির উপর তোমার হাত তুলো না বা তার প্রতি আর কিছুই কোরো না। তুমি যে আল্লাহ্ভক্ত তা এখন বুঝা গেল, কারণ আমার কাছে তুমি তোমার ছেলেকে, অদ্বিতীয় ছেলেকেও কোরবানী দিতে পিছ্পা হও নি।”13ইব্রাহিম তখন চারদিকে তাকালেন এবং দেখলেন তাঁর পিছনে একটা ভেড়া রয়েছে আর তার শিং ঝোপে আট্কে আছে। তখন ইব্রাহিম গিয়ে ভেড়াটা নিলেন এবং ছেলের বদলে সেই ভেড়াটাই তিনি পোড়ানো-কোরবানীর জন্য ব্যবহার করলেন। 14তিনি সেই জায়গাটার নাম দিলেন ইয়াহ্ওয়েহ্-যিরি (যার মানে “মাবুদ যোগান”)। সেইজন্য আজও লোকে বলে, “মাবুদের পাহাড়ে মাবুদই যুগিয়ে দেন।”

15-16মাবুদের ফেরেশতা বেহেশত থেকে ইব্রাহিমকে আবার ডেকে বললেন, “তুমি তোমার ছেলেকে, অদ্বিতীয় ছেলেকে কোরবানী দিতে পিছ্পা হও নি। সেইজন্য আমি মাবুদ নিজের নামেই কসম খেয়ে বলছি যে, 17আমি নিশ্চয়ই তোমাকে অনেক দোয়া করব, আর আসমানের তারার মত এবং সমুদ্র-পারের বালুকণার মত তোমার বংশের লোকদের অসংখ্য করব। তোমার বংশের লোকেরা তাদের শত্রুদের শহরগুলো জয় করে নেবে, 18আর তোমার বংশের মধ্য দিয়ে দুনিয়ার সমস্ত জাতি দোয়া পাবে। তুমি আমার হুকুম পালন করেছ বলেই তা হবে।”

19এর পর ইব্রাহিম তাঁর গোলামদের কাছে ফিরে আসলেন। তখন সকলে একসংগে সেখান থেকে বের্-শেবাতে ফিরে গেলেন; এখানেই ইব্রাহিম বাস করতেন।

আল্লাহ্‌র মুক্ত ও উদ্ধার করার পরিকল্পনা

৪. হযরত মুসা ও উদ্ধারপর্ব

হিজরত ৩, ১১ এবং ১২ থেকে নেয়া

এটি দুই ভাগে করা যেতে পারে: জ্বলন্ত ঝোপ, উদ্ধার-ঈদ

৩ হযরত মূসা ও জ্বলন্ত ঝোপ

একদিন মূসা তাঁর শ্বশুর শোয়াইব, অর্থাৎ রূয়েলের ছাগল-ভেড়ার পাল চরাচ্ছিলেন। শোয়াইব ছিলেন মাদিয়ানীয়দের একজন ইমাম। ছাগল-ভেড়ার পাল চরাতে চরাতে মূসা মরুভূমির অন্য ধারে আল্লাহ্‌র পাহাড়, তুর পাহাড়ের কাছে গিয়ে পৌঁছালেন। 2সেখানে একটা ঝোপের মাঝখানে জ্বলন্ত আগুনের মধ্য থেকে মাবুদের ফেরেশতা তাঁকে দেখা দিলেন। মূসা দেখলেন যে, ঝোপটাতে আগুন জ্বললেও সেটা পুড়ে যাচ্ছে না। 3এই ব্যাপার দেখে তিনি মনে মনে বললেন, "আমি এক পাশে গিয়ে এই আশ্চর্য ব্যাপারটা দেখব, দেখব ঝোপটা পুড়ে যাচ্ছে না কেন।"

4ঝোপটা দেখবার জন্য মূসা একপাশে যাচ্ছেন দেখে মাবুদ আল্লাহ্‌ ঝোপের মধ্য থেকে ডাকলেন, "মূসা, মূসা।"

মূসা বললেন, "এই যে আমি।"

5মাবুদ বললেন, "আর কাছে এসো না। তুমি পবিত্র জায়গায় দাঁড়িয়ে আছ। তোমার পায়ের জুতা খুলে ফেল। 6আমি তোমার পিতার আল্লাহ্‌; আমি ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের আল্লাহ্‌।" তখন মূসা তাঁর মুখ ঢেকে ফেললেন, কারণ আল্লাহ্‌র দিকে তাকাতে তাঁর ভয় হল।

7মাবুদ বললেন, "মিসর দেশে আমার লোকদের উপরে যে জুলুম হচ্ছে তা আমার নজর এড়ায় নি। মিসরীয় সর্দারদের জুলুমে বনি-ইসরাইলরা যে হাহাকার করছে তা আমি শুনেছি। তাদের দুঃখ-কষ্টের কথা আমি জানি। 8মিসরীয়দের হাত থেকে তাদের রক্ষা করবার জন্য আমি নেমে এসেছি। আমি তাদের সেই দেশ থেকে বের করে কেনানীয়, হিট্টীয়, আমোরীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয়দের দেশে নিয়ে যাব। দেশটা বেশ বড় এবং সুন্দর; সেখানে দুধ, মধু আর কোন কিছুর অভাব নেই। 9বনি-ইসরাইলদের ফরিয়াদ এখন আমার কাছে এসে পৌঁছেছে। মিসরীয়রা কিভাবে তাদের উপর জুলুম করছে তা-ও আমি দেখেছি। 10কাজেই তুমি এখন যাও। আমি তোমাকে ফেরাউনের কাছে পাঠাচ্ছি। তুমি গিয়ে আমার বান্দাদের, অর্থাৎ বনি-ইসরাইলদের মিসর থেকে বের করে আনবে।"

11কিন্তু মূসা আল্লাহ্‌কে বললেন, "আমি এমন কেউ নই যে, ফেরাউনের কাছে গিয়ে মিসর থেকে বনি-ইসরাইলদের বের করে আনতে পারি।"

১১ মিসরের উপর দশম গজব- প্রথম ছেলের মৃত্যু

1তখন মাবুদ মূসাকে বললেন, "আমি ফেরাউন ও মিসর দেশের উপর আর একটা গজব নাজেল করব। তার পরে ফেরাউন এখান থেকে তোমাদের যেতে দেবে। তবে সে যখন তোমাদের যেতে দেবে তখন এখান থেকে তোমাদের সে একেবারে তাড়িয়েই বিদায় করবে। 2তুমি বনি-ইসরাইলদের বলবে, স্ত্রী-পুরুষ সকলেই যেন তাদের প্রতিবেশীদের কাছ থেকে সোনা

ও রূপার জিনিস চেয়ে নেয়।" 3এদিকে মাবুদ বনি-ইসরাইলদের প্রতি মিসরীয়দের মনে একটা দয়ার ভাব জাগিয়ে দিলেন। এছাড়া মূসাও ফেরাউনের কর্মচারীদের ও মিসরের লোকদের চোখে একজন মহান লোক ছিলেন।

4মূসা ফেরাউনকে বললেন, "মাবুদ বলছেন, তিনি মাঝরাতে মিসর দেশের মধ্য দিয়ে যাবেন। 5তাতে মিসর দেশের সব পরিবারের প্রথম ছেলে মারা যাবে। সিংহাসনের অধিকারী ফেরাউনের প্রথম ছেলে থেকে শুরু করে জাঁতা ঘুরানো বাঁদীর প্রথম ছেলে পর্যন্ত কেউ বাদ যাবে না। এছাড়া পশুদেরও প্রথম পুরুষ বাচ্চা মরে যাবে। 6এতে গোটা মিসর দেশে এমন কান্নার রোল উঠবে যা আগে কখনও ওঠে নি এবং আর কখনও উঠবেও না। 7কিন্তু বনি-ইসরাইলদের মধ্যে একটা কুকুরের ডাক পর্যন্ত শোনা যাবে না, তা মানুষ দেখেই হোক বা পশু দেখেই হোক। এতে আপনারা জানতে পারবেন যে, মাবুদ মিসরীয় এবং বনি-ইসরাইলদের আলাদা করে দেখেন। 8আপনার এই সব কর্মচারী এসে আমার সামনে হাঁটু পেতে বলবে, 'আপনি আপনার সব লোকজন নিয়ে বের হয়ে যান!' তারপর আমি চলে যাব।" এই কথা বলে মূসা রেগে আগুন হয়ে ফেরাউনের কাছ থেকে চলে গেলেন।
9মাবুদ মূসাকে বলেছিলেন, "মিসর দেশে আমার কুদরতি কাজের সংখ্যা যেন বেড়ে যায় সেইজন্যই ফেরাউন তোমার কথা শুনবে না।" 10এই সব কুদরতি কাজ মূসা ও হারুন ফেরাউনের সামনে করলেন, কিন্তু মাবুদ ফেরাউনের মন কঠিন করলেন বলে তিনি তাঁর দেশ থেকে বনি-ইসরাইলদের যেতে দিলেন না।

১২ উদ্ধার-ঈদ

1পরে মাবুদ মিসর দেশে মূসা ও হারুনকে বললেন, 2"এই মাসটাই হবে তোমাদের প্রথম মাস, তোমাদের বছরের প্রথম মাস। 3তোমরা সমস্ত বনি-ইসরাইলদের জমায়েত করে বলে দাও যেন এই মাসের দশ তারিখে প্রত্যেকটি পরিবারের কর্তা নিজের পরিবারের জন্য একটা করে ভেড়ার বাচ্চা বেছে নেয়। প্রত্যেক বাড়ীর জন্য একটা করে ভেড়ার বাচ্চা নিতে হবে। 4কোন পরিবারের জন্য যদি একটা গোটা ভেড়ার বাচ্চা না লাগে, তবে পাশের বাড়ীর লোকদের সংগে তা ভাগ করে নিতে হবে। দুই পরিবারের লোকসংখ্যা অনুসারে প্রত্যেকে কি পরিমাণে খেতে পারবে তা বুঝে ভেড়ার বাচ্চাটা নিতে হবে। 5সেই বাচ্চাটা হবে ছাগল বা ভেড়ার পাল থেকে বেছে নেওয়া একটা এক বছরের পুরুষ বাচ্চা। তার শরীরে যেন কোথাও কোন খুঁত না থাকে। 6বাচ্চাটা এই মাসের চৌদ্দ তারিখ পর্যন্ত রাখতে হবে। তারপর সেই দিন বেলা ডুবে গেলে পর গোটা ইসরাইল সমাজের প্রত্যেকটি পরিবার নিজের নিজের ভেড়ার বাচ্চা জবাই করবে। 7তারপর যে সব ঘরে তারা সেই ভেড়ার গোশ্ত খাবে সেই সব ঘরের দরজার চৌকাঠের দু'পাশে এবং উপরে কিছু রক্ত নিয়ে লাগিয়ে দেবে। 8সেই রাতেই তারা সেই গোশ্ত আগুনে সেঁকে খামিহীন রুটি এবং তেতো শাকের সংগে খাবে। 9সেই গোশ্ত তোমরা কাঁচা বা পানিতে সিদ্ধ করে খাবে না, কিন্তু মাথা, পা এবং ভিতরের অংশগুলো সুদ্ধ তা আগুনে সেঁকে নিয়ে খাবে। 10সকাল পর্যন্ত তার কোন কিছুই ফেলে রেখো না। যদি কিছু বাকী থাকে তবে তা আগুনে পুড়িয়ে ফেলবে। 11তোমরা এই

অবস্থায় তা খাবে: তোমাদের কাপড় থাকবে কোমরে গুটানো, পায়ে থাকবে জুতা এবং হাতে লাঠি। তোমরা তাড়াহুড়া করে খাবে। এটা হল মাবুদের উদ্দেশে উদ্ধার-ঈদের মেজবানী। 12সেই রাতেই আমি মিসর দেশের ভিতর দিয়ে যাব এবং মানুষের প্রথম ছেলে ও পশুর প্রথম পুরুষ বাচ্চাকে মেরে ফেলব। আমি মিসরের সব দেব-দেবীদের উপর গজব নাজেল করব; আমি মাবুদ। 13কিন্তু তোমাদের ঘরে যে রক্ত লাগানো থাকবে সেটাই হবে তোমাদের চিহ্ন। আর আমি সেই রক্ত দেখে তোমাদের বাদ দিয়ে এগিয়ে যাব। তাতে মিসর দেশের উপর আমার গজবের বিপদ থেকে তোমরা রেহাই পেয়ে যাবে। 14তোমাদের জন্য সেই দিনটা হবে একটা স্মরণীয় দিন। মাবুদের উদ্দেশে এই ঈদটি একটা চিরকালের নিয়ম হিসাবে তোমরা বংশের পর বংশ ধরে পালন করবে।

15“তোমরা সাত দিন পর্যন্ত খামিহীন রুটি খাবে। তোমাদের বাড়ীতে যত খামি আছে প্রথম দিনেই তোমরা তা সব সরিয়ে ফেলবে। এই সাত দিনের মধ্যে যদি কেউ খামি দেওয়া রুটি খায় তবে তাকে বনি-ইসরাইলদের মধ্য থেকে মুছে ফেলা হবে। 16প্রথম এবং সপ্তম দিনে তোমরা পবিত্র মিলন-মাহ্‌ফিল করবে। এই দু’দিন তোমরা নিজেদের খাবার তৈরী করা ছাড়া আর কোন কাজ করবে না। 17খামিহীন রুটির এই যে ঈদ তা একটা চিরকালের নিয়ম হিসাবে তোমরা বংশের পর বংশ ধরে পালন করবে, কারণ এই দিনেই সৈন্যদলের মত করে আমি মিসর দেশ থেকে তোমাদের বের করে আনব। 18তোমরা প্রথম মাসের চৌদ্দ তারিখের সন্ধ্যাবেলা থেকে শুরু করে সেই মাসের একুশ তারিখের সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত খামিহীন রুটি খাবে। 19এই সাত দিন তোমাদের বাড়ীতে যেন কোন খামি না থাকে। যদি কেউ খামি-দেওয়া কোন কিছু খায়, তবে তাকে ইসরাইলীয় সমাজ থেকে মুছে ফেলা হবে, সে তোমাদের জাতির লোকই হোক বা অন্য জাতির লোকই হোক। 20তোমরা যেখানেই থাক না কেন এই সাত দিন তোমরা খামি দেওয়া কোন কিছু খাবে না; রুটিও খাবে খামিহীন।”

21তখন মূসা বনি-ইসরাইলদের বৃদ্ধ নেতাদের ডেকে বললেন, “তোমাদের পরিবারের জন্য ভেড়ার বাচ্চা বেছে নিয়ে উদ্ধার-ঈদের উদ্দেশ্যে তা জবাই করবে। 22তারপর এসোব ঝোপ থেকে এক গোছা ডাল নিয়ে পেয়ালাতে রাখা রক্তে ডুবিয়ে সেই রক্ত দরজার চৌকাঠের দু’পাশে ও উপরের কাঠে লাগিয়ে দেবে; আর সকাল না হওয়া পর্যন্ত কেউ ঘরের বাইরে যাবে না। 23মিসরীয়দের আঘাত করবার সময় মাবুদ যখন মিসর দেশের ভিতর দিয়ে যাবেন তখন তোমাদের দরজার চৌকাঠে রক্ত দেখে তিনি তোমাদের দরজা বাদ দিয়ে এগিয়ে যাবেন। যিনি এই ধ্বংসের কাজ করবেন তাঁকে তিনি তোমাদের বাড়ীতে ঢুকে তোমাদের আঘাত করতে দেবেন না।

24“এই ঈদ সব সময় তোমরা ও তোমাদের বংশধরেরা একটা নিয়ম হিসাবে পালন করবে। 25মাবুদ যে দেশ তোমাদের দেবার ওয়াদা করেছেন সেই দেশে গিয়েও তোমরা এই ঈদ পালন করবে। 26তোমাদের ছেলেমেয়েরা যখন তোমাদের জিজ্ঞাসা করবে, ‘এই ঈদের মানে কি?’ 27তখন তোমরা বলবে, ‘এটা হল মাবুদের উদ্দেশে উদ্ধার-ঈদের কোরবানী, কারণ মিসর দেশে থাকবার সময় তিনি বনি-ইসরাইলদের বাড়ীগুলো বাদ দিয়ে এগিয়ে

গিয়েছিলেন। তিনি মিসরীয়দের মেরে ফেলেছিলেন কিন্তু আমাদের রক্ষা করেছিলেন।' " এর পর বনি-ইসরাইলরা মাবুদকে সেজদা করল। 28মূসা ও হারুনকে মাবুদ যে হুকুম দিয়েছিলেন বনি-ইসরাইলরা ফিরে গিয়ে সেইমত কাজ করল।

29তারপর চৌদ্দ তারিখের মাঝরাতে মাবুদ মিসর দেশের প্রত্যেকটি প্রথম ছেলেকে মেরে ফেললেন। এতে রাজ-সিংহাসনের অধিকারী ফেরাউনের প্রথম ছেলে থেকে জেলখানার কয়েদীর প্রথম ছেলে পর্যন্ত, এমন কি, পশুদেরও প্রথম পুরুষ বাচ্চা মারা পড়ল। 30সেই রাতে ফেরাউন ও তাঁর সব কর্মচারী এবং মিসরের প্রত্যেকটি লোক ঘুম থেকে জেগে উঠল; আর সারা মিসর দেশে একটা কান্নার রোল পড়ে গেল, কারণ এমন একটাও বাড়ী ছিল না যেখানে কেউ মারা যায় নি।

মিসর থেকে যাত্রা শুরু

31ফেরাউন সেই রাতেই মূসা ও হারুনকে ডাকিয়ে এনে বললেন, "তোমরা বনি-ইসরাইলদের সংগে নিয়ে আমার লোকদের মধ্য থেকে বের হয়ে যাও। তোমরা যেমন বলেছ সেইভাবে গিয়ে মাবুদের এবাদত কর। 32তোমাদের কথামত যাবার সময়ে তোমাদের গরু-ভেড়ার পালও নিয়ে যেয়ো, আর আমাকেও দোয়া কোরো।"

33মিসরীয়দেরও ভয় হল যে, তারাও হয়তো মারা পড়বে। এইজন্য তারা বনি-ইসরাইলদের তাগাদা দিতে লাগল যেন তারা তাড়াতাড়ি করে তাদের দেশ থেকে বের হয়ে যায়। 34এতে বনি-ইসরাইলরা খামি মেশাবার আগেই তাদের ময়দা মাখবার পাত্র সুদ্ধ ময়দার তালগুলো তাদের কাপড়ে বেঁধে নিয়ে কাঁধে ফেলল। 35বনি-ইসরাইলরা মূসার কথামত মিসরীয়দের কাছ থেকে সোনা-রূপার জিনিস এবং কাপড়-চোপড় চেয়ে নিল। 36তারা যা চাইবে মিসরীয়রা যাতে তাদের তা-ই দেয় সেইজন্য মাবুদ আগেই মিসরীয়দের মনে বনি-ইসরাইলদের প্রতি একটা দয়ার মনোভাব সৃষ্টি করেছিলেন। এইভাবে তারা মিসরীয়দের অনেক কিছু অধিকার করে নিলেন।

37তারপর বনি-ইসরাইলরা রামিষেষ থেকে সুক্কোতের দিকে রওনা হল। প্রায় ছয় লক্ষ পুরুষ লোক হেঁটে চলল। তাদের সংগে স্ত্রীলোক এবং ছেলেমেয়েরাও ছিল। 38বনি-ইসরাইলরা ছাড়া আরও অনেক লোক এবং গরু-ভেড়া সুদ্ধ একটা বিরাট পশুর দলও তাদের সংগে ছিল। 39যে খামিহীন ময়দার তাল তারা মিসর থেকে নিয়ে এসেছিল পথে তারা তা দিয়ে রুটি তৈরী করে নিল। এত তাড়াহুড়ো করে মিসর থেকে তাদের বের করে দেওয়া হয়েছিল যে, তারা ময়দার সংগে খামি মেশাবারও সময় পায় নি আর পথে খাবার জন্য কোন কিছু তৈরীও করে নিতে পারে নি।

40মিসর দেশে বনি-ইসরাইলরা মোট চারশো ত্রিশ বছর বাস করেছিল। 41চারশো ত্রিশ বছর শেষ হবার দিনই মাবুদের সমস্ত বান্দা সৈন্যদলের মত করে মিসর দেশ ছেড়ে বের হয়ে এসেছিল। 42মাবুদ সেই রাতে পাহারা দিয়ে মিসর দেশ থেকে তাদের বের করে এনেছিলেন বলে বংশের পর বংশ ধরে বনি-ইসরাইলদেরও মাবুদের কথা মনে করে সেই রাতটা জেগে কাটাতে হয়।

উদ্ধার-ঈদ পালনের নিয়ম

43পরে মাবুদ মূসা ও হারুনকে বললেন, “উদ্ধার-
ঈদের ভেড়ার বাচ্চা সম্বন্ধে কতগুলো নিয়ম আমি
তোমাদের দিচ্ছি। অন্য কোন জাতির লোক এর গোশ্ত
খেতে পারবে না। 44টাকা দিয়ে কেনা গোলাম খৎনা
করাবার পরে তা খেতে পারবে। 45তোমাদের মধ্যে
বাস করতে এসেছে কিংবা টাকা দিয়ে খাটানো হচ্ছে
এমন অন্য কোন জাতির লোক তা খেতে পারবে
না। 46যে বাড়ীতে ভেড়ার বাচ্চা জবাই করা হবে সেই
বাড়ীতেই তা খেতে হবে। বাড়ীর বাইরে তা নেওয়া
চলবে না এবং সেই ভেড়ার একটা হাড়ও ভাংগা চলবে
না।

47“ইসরাইলীয়দের সকলকেই এই ঈদ পালন
করতে হবে। 48তোমাদের মধ্যে বাস করা অন্য জাতির
কোন লোক যদি মাবুদের উদ্দেশে করা এই উদ্ধার-ঈদ
পালন করতে চায় তবে আগে তার পরিবারের সব
পুরুষের খৎনা করাতে হবে। তারপর সে বনি-
ইসরাইলদের মতই তা পালন করতে পারবে। কিন্তু
খৎনা করানো হয় নি এমন কোন লোক এই ঈদের
গোশ্ত খেতে পারবে না। 49বনি-ইসরাইলদের জন্য
এবং তোমাদের মধ্যে বাস করা অন্যান্য জাতির
লোকদের জন্য এই একই নির্দেশ রইল।”

50মাবুদ মূসা ও হারুনকে যে হুকুম দিয়েছিলেন
বনি-ইসরাইলরা ঠিক তা-ই করেছিল। 51মাবুদ সেই
দিনই সৈন্যদলের মত করে বনি-ইসরাইলদের মিসর
দেশ থেকে বের করে এনেছিলেন।

আল্লাহ্‌র মুক্ত ও উদ্ধার করার পরিকল্পনা

৫. উদ্ধারকর্তা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী

ইশাইয়া ৫৩ থেকে নেয়া

2তিনি তাঁর সামনে নরম চারার মত, শুকনা মাটিতে
লাগানো গাছের মত বড় হলেন। তাঁর এমন সৌন্দর্য বা
জাঁকজমক নেই যে, তাঁর দিকে আমরা ফিরে তাকাই;
তাঁর চেহারাও এমন নয় যে, আমাদের আকর্ষণ করতে
পারে। 3লোকে তাঁকে ঘৃণা করেছে ও অগ্রাহ্য করেছে;
তিনি যন্ত্রণা ভোগ করেছেন এবং রোগের সংগে তাঁর
পরিচয় ছিল। লোকে যাকে দেখলে মুখ ফিরায় তিনি
তার মত হয়েছেন; লোকে তাঁকে ঘৃণা করেছে এবং
আমরা তাঁকে সম্মান করি নি। 4সত্যি, তিনিই আমাদের
সব রোগ তুলে নিয়েছেন আর আমাদের যন্ত্রণা বহন
করেছেন; কিন্তু আমরা ভেবেছি আল্লাহ্‌ তাঁকে আঘাত
করেছেন, তাঁকে মেরেছেন ও কষ্ট দিয়েছেন।
5আমাদের গুনাহের জন্যই তাঁকে বিদ্ধ করা হয়েছে;
আমাদের অন্যায়ের জন্য তাঁকে চুরমার করা হয়েছে।
যে শাস্তির ফলে আমাদের শান্তি এসেছে সেই শাস্তি
তাঁকেই দেওয়া হয়েছে; তিনি যে আঘাত পেয়েছেন তার
দ্বারাই আমরা সুস্থ হয়েছি। 6আমরা সবাই ভেড়ার মত
করে বিপথে গিয়েছি; আমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের
পথের দিকে ফিরেছি। মাবুদ আমাদের সকলের অন্যায়
তাঁর উপর চাপিয়েছেন। 7তিনি অত্যাচারিত হলেন ও
কষ্ট ভোগ করলেন, কিন্তু তবুও তিনি মুখ খুললেন না;
জবাই করতে নেওয়া ভেড়ার বাচ্চার মত,
লোম ছাঁটাইকারীদের সামনে চুপ করে থাকা ভেড়ীর
মত তিনি মুখ খুললেন না। 8জুলুম ও অন্যায় বিচার
করে তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল। সেই সময়কার
লোকদের মধ্যে কে খেয়াল করেছিল যে, আমার
লোকদের গুনাহের জন্য তাঁকে জীবিতদের দেশ থেকে
শেষ করে ফেলা হয়েছে? সেই শাস্তি তো তাদেরই
পাওনা ছিল। 9যদিও তিনি কোন অনিষ্ট করেন নি
কিংবা তাঁর মুখে কোন ছলনার কথা ছিল না, তবুও
দুষ্টদের সংগে তাঁকে দাফন করা হয়েছিল আর মৃত্যুর
দ্বারা তিনি ধনীর সংগী হয়েছিলেন। 10আসলে মাবুদ
তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তাঁকে চুরমার করেছিলেন আর
তাঁকে কষ্ট ভোগ করিয়েছিলেন। মাবুদের গোলাম যখন
তাঁর প্রাণকে দোষের কোরবানী হিসাবে দেবেন তখন
তিনি তাঁর সন্তানদের দেখতে পাবেন আর তাঁর আয়ু
বাড়ানো হবে; তাঁর দ্বারাই মাবুদের ইচ্ছা পূর্ণ হবে।
11তিনি তাঁর কষ্টভোগের ফল দেখে তৃপ্ত হবেন; মাবুদ
বলছেন, আমার ন্যায়বান গোলামকে গভীরভাবে
জানবার মধ্য দিয়ে অনেককে ধার্মিক বলে গ্রহণ করা
হবে, কারণ তিনি তাদের সব অন্যায় বহন করবেন।
12সেইজন্য মহৎ লোকদের মধ্যে আমি তাঁকে একটা
অংশ দেব আর তিনি বলবানদের সংগে বিজয়ের ফল
ভাগ করবেন, কারণ তিনি নিজের ইচ্ছায় প্রাণ
দিয়েছিলেন। তাঁকে গুনাহ্‌গারদের সংগে গোণা
হয়েছিল; তিনি অনেকের গুনাহ্‌ বহন করেছিলেন আর
গুনাহ্‌গারদের জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

আল্লাহ্‌র মুক্ত ও উদ্ধার করার পরিকল্পনা

৬. ঈসা মসীহ্‌র জন্ম

লূক ১ এবং ২ থেকে নেয়া

১ হযরত ঈসা মসীহের জন্মের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী

26-27এলিজাবেতের যখন ছয় মাসের গর্ভ তখন আল্লাহ্‌ গালীল প্রদেশের নাসরত গ্রামের মরিয়ম নামে একটি অবিবাহিতা সতী মেয়ের কাছে জিবরাইল ফেরেশতাকে পাঠালেন। বাদশাহ্‌ দাউদের বংশের ইউসুফ নামে একজন লোকের সংগে তাঁর বিয়ের কথাবার্তা ঠিক হয়েছিল। 28ফেরেশতা মরিয়মের কাছে এসে তাঁকে সালাম জানিয়ে বললেন, "মাবুদ তোমার সংগে আছেন এবং তোমাকে অনেক দোয়া করেছেন।"

29এই কথা শুনে মরিয়মের মন খুব অস্থির হয়ে উঠল। তিনি ভাবতে লাগলেন এই রকম সালামের মানে কি। 30ফেরেশতা তাঁকে বললেন, "মরিয়ম, ভয় কোরো না, কারণ আল্লাহ্‌ তোমাকে খুব রহমত করেছেন। 31শোন, তুমি গর্ভবতী হবে আর তোমার একটি ছেলে হবে। তুমি তাঁর নাম ঈসা রাখবে। 32তিনি মহান হবেন। তাঁকে আল্লাহ্‌তা'লার পুত্র বলা হবে। মাবুদ আল্লাহ্‌ তাঁর পূর্বপুরুষ বাদশাহ্‌ দাউদের সিংহাসন তাঁকে দেবেন। 33তিনি ইয়াকুবের বংশের লোকদের উপরে চিরকাল ধরে রাজত্ব করবেন। তাঁর রাজত্ব কখনও শেষ হবে না।"

34তখন মরিয়ম ফেরেশতাকে বললেন, "এ কেমন করে হবে? আমার তো বিয়ে হয় নি।"

35ফেরেশতা বললেন, "পাক-রূহ্‌ তোমার উপরে আসবেন এবং আল্লাহ্‌তা'লার শক্তির ছায়া তোমার উপরে পড়বে। এইজন্য যে পবিত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবেন তাঁকে ইব্‌নুল্লাহ্‌ বলা হবে। 36দেখ, এই বুড়ো বয়সে তোমার আত্মীয়া এলিজাবেতের গর্ভেও ছেলের জন্ম হয়েছে। লোকে বলত তার ছেলেমেয়ে হবে না, কিন্তু এখন তার ছয় মাস চলছে। 37আল্লাহ্‌র কাছে অসম্ভব বলে কোন কিছুই নেই।"

38মরিয়ম বললেন, "আমি মাবুদের বাঁদী, আপনার কথামতই আমার উপর সব কিছু হোক।" এর পরে ফেরেশতা মরিয়মের কাছ থেকে চলে গেলেন।

২ হযরত ঈসা মসীহের জন্ম

1সেই সময়ে সম্রাট অগাস্টাস সিজার তাঁর রাজ্যের সব লোকদের নাম লেখাবার হুকুম দিলেন। 2সিরিয়ার শাসনকর্তা কুরীণিয়ের সময়ে এই প্রথমবার আদমশুমারীর জন্য নাম লেখানো হয়। 3নাম লেখাবার জন্য প্রত্যেকে নিজের নিজের গ্রামে যেতে লাগল।

4-6ইউসুফ ছিলেন বাদশাহ্‌ দাউদের বংশের লোক। বাদশাহ্‌ দাউদের জন্মস্থান ছিল এহুদিয়া প্রদেশের বেথেলহেম গ্রামে। তাই ইউসুফ নাম লেখাবার জন্য গালীল প্রদেশের নাসরত গ্রাম থেকে বেথেলহেম গ্রামে গেলেন। মরিয়মও তাঁর সংগে সেখানে গেলেন। এঁরই সংগে ইউসুফের বিয়ে ঠিক হয়েছিল। সেই সময় মরিয়ম গর্ভবতী ছিলেন এবং বেথেলহেমে থাকতেই তাঁর সন্তান জন্মের সময় এসে গেল। 7সেখানে তাঁর প্রথম ছেলের জন্ম হল, আর তিনি ছেলেটিকে কাপড়ে জড়িয়ে যাবপাত্রে রাখলেন, কারণ হোটেলে তাঁদের জন্য কোন জায়গা ছিল না।

ফেরেশতা ও রাখালেরা

8বেথেলহেমের কাছে মাঠের মধ্যে রাতের বেলায়
রাখালেরা তাদের ভেড়ার পাল পাহারা দিচ্ছিল। 9এমন
সময় মাবুদের একজন ফেরেশতা হঠাৎ তাদের সামনে
উপস্থিত হলেন। তখন মাবুদের মহিমা তাদের চারদিকে
উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল। এতে রাখালেরা খুব ভয় পেল।
10ফেরেশতা তাদের বললেন, "ভয় কোরো না, কারণ
আমি তোমাদের কাছে খুব আনন্দের খবর এনেছি। এই
আনন্দ সব লোকেরই জন্য। 11আজ দাউদের গ্রামে
তোমাদের নাজাতদাতা জন্মেছেন। তিনিই মসীহ্, তিনিই
প্রভু। 12এই কথা যে সত্যি তোমাদের কাছে তার চিহ্ন
হল এই- তোমরা কাপড়ে জড়ানো এবং যাবপাত্রে
শোয়ানো একটি শিশুকে দেখতে পাবে।" 13এই সময়
সেই ফেরেশতার সংগে হঠাৎ সেখানে আরও অনেক
ফেরেশতাকে দেখা গেল। তাঁরা আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে
বলতে লাগলেন, 14"বেহেশতে আল্লাহ্‌র প্রশংসা হোক,
দুনিয়াতে যাদের উপর তিনি সন্তুষ্ট তাদের শান্তি
হোক।"15ফেরেশতারা তাদের কাছ থেকে বেহেশতে
চলে যাবার পর রাখালেরা একে অন্যকে বলল, "চল,
আমরা বেথেলহেমে যাই এবং যে ঘটনার কথা মাবুদ
আমাদের জানালেন তা গিয়ে দেখি।"
16তারা তাড়াতাড়ি গিয়ে মরিয়ম, ইউসুফ ও যাবপাত্রে
শোয়ানো সেই শিশুটিকে তালাশ করে বের
করল। 17তাদের কাছে ঐ শিশুর বিষয়ে যা জানানো
হয়েছিল, শিশুটিকে দেখবার পরে তারা তা
বলল। 18রাখালদের কথা শুনে সবাই আশ্চর্য
হল; 19কিন্তু মরিয়ম সব কিছু মনে গেঁথে রাখলেন,
কাউকে বললেন না; তিনি সেই বিষয়ে চিন্তা করতে
থাকলেন। 20ফেরেশতারা রাখালদের কাছে যা
বলেছিলেন সব কিছু সেইমত দেখে ও শুনে তারা
আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গৌরব করতে করতে ফিরে গেল।

আল্লাহ্‌র মুক্ত ও উদ্ধার করার পরিকল্পনা

৭. অবশ রোগীকে সুস্থ করা

মার্ক ২ থেকে নেয়া

২ অবশ-রোগী সুস্থ হল

1কয়েকদিন পরে ঈসা আবার কফরনাহূমে গেলেন। লোকেরা শুনল তিনি ঘরে আছেন। 2তখন এত লোক সেখানে জমায়েত হল যে, ঘর তো দূরের কথা, দরজার বাইরেও আর জায়গা রইল না। ঈসা লোকদের কাছে আল্লাহ্‌র কালাম তবলিগ করছিলেন। 3এমন সময় কয়েকজন লোক একজন অবশ-রোগীকে তাঁর কাছে নিয়ে আসল। চারজন লোক তাকে বয়ে আনছিল, 4কিন্তু ভিড়ের জন্য তারা তাকে ঈসার কাছে নিয়ে যেতে পারল না। এইজন্য ঈসা যেখানে ছিলেন ঠিক তার উপরের ছাদের কিছু অংশ তারা সরিয়ে ফেলল। তারপর সেই খোলা জায়গা দিয়ে মাদুর সুদ্ধই সেই অবশ-রোগীকে নীচে নামিয়ে দিল। 5তারা ঈমান এনেছে দেখে ঈসা সেই অবশ-রোগীকে বললেন, "বাছা, তোমার গুনাহ্‌ মাফ করা হল।"

6সেখানে কয়েকজন আলেম বসে ছিলেন। তাঁরা মনে মনে ভাবছিলেন, 7"লোকটা এই রকম কথা বলছে কেন? সে তো কুফরী করছে। একমাত্র আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কে গুনাহ্‌ মাফ করতে পারে?"

8তাঁরা যে ঐ সব কথা ভাবছেন তা ঈসা নিজের অন্তরে তখনই বুঝতে পারলেন। এইজন্য তিনি তাঁদের বললেন, "আপনারা কেন মনে মনে ঐ সব কথা ভাবছেন? 9এই অবশ-রোগীকে কোন্‌টা বলা সহজ- 'তোমার গুনাহ্‌ মাফ করা হল,' না, 'ওঠো, তোমার মাদুর তুলে নিয়ে হেঁটে বেড়াও'? 10কিন্তু আপনারা যেন জানতে পারেন দুনিয়াতে গুনাহ্‌ মাফ করবার ক্ষমতা ইব্‌ন্তেআদমের আছে"- এই পর্যন্ত বলে তিনি সেই অবশ-রোগীকে বললেন, 11"আমি তোমাকে বলছি, ওঠো, তোমার মাদুর তুলে নিয়ে বাড়ী চলে যাও।"

12তখনই সেই লোকটি উঠে তার মাদুর তুলে নিল এবং সকলের সামনেই বাইরে চলে গেল। এতে সবাই আশ্চর্য হয়ে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে বলল, "আমরা কখনও এই রকম দেখি নি।"

আল্লাহ্‌র মুক্ত ও উদ্ধার করার পরিকল্পনা

৮. ক্রুশবিদ্ধ করা

মার্ক ১৪ এবং ১৫ থেকে নেয়া

১৪ গেৎশিমানী বাগানে হযরত ঈসা মসীহ্‌

32এর পরে ঈসা ও তাঁর সাহাবীরা গেৎশিমানী নামে
একটা জায়গায় গেলেন। সেখানে ঈসা তাঁর সাহাবীদের
বললেন, "আমি যতক্ষণ মুনাজাত করি ততক্ষণ তোমরা
এখানে বসে থাক।" 33এই বলে তিনি পিতর, ইয়াকুব
ও ইউহোন্নাকে নিজের সংগে নিলেন এবং মনে খুব
ব্যথা ও কষ্ট পেতে লাগলেন। 34তিনি তাঁদের বললেন,
"দুঃখে যেন আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। তোমরা
এখানে জেগে থাক।"

35তার পরে তিনি কিছু দূরে গিয়ে মাটিতে উবুড়
হয়ে পড়ে মুনাজাত করলেন যেন সম্ভব হলে এই
দুঃখের সময়টা তাঁর কাছ থেকে দূর হয়। 36তিনি
বললেন, "আব্বা, পিতা, তোমার কাছে তো সবই
সম্ভব। এই দুঃখের পেয়ালা আমার কাছ থেকে তুমি
নিয়ে যাও। তবুও আমার ইচ্ছামত না হোক, কিন্তু
তোমার ইচ্ছামত হোক।"

37এর পরে তিনি সাহাবীদের কাছে ফিরে এসে
দেখলেন তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন। তিনি পিতরকে
বললেন, "শিমোন, তুমি ঘুমা"ছ? এক ঘণ্টাও কি জেগে
থাকতে পার নি? 38জেগে থাক ও মুনাজাত কর যেন
পরীক্ষায় না পড়। অন্তরের ইচ্ছা আছে বটে, কিন্তু
শরীর দুর্বল।"

39পরে ঈসা আবার গিয়ে সেই একই মুনাজাত
করলেন। 40ফিরে এসে তিনি দেখলেন আবার তাঁরা
ঘুমিয়ে পড়েছেন, কারণ তাঁদের চোখ ঘুমে ভারী হয়ে
গিয়েছিল। সাহাবীরা ঈসাকে কি জবাব দেবেন বুঝলেন
না। 41তৃতীয় বার ফিরে এসে তিনি তাঁদের বললেন,
"এখনও তোমরা ঘুমা"ছ আর বিশ্রাম করছ? যথেষ্ট
হয়েছে। সময় এসে পড়েছে। দেখ, ইব্‌ন্তেআদমকে
এখন গুনাহ্‌গারদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া
হচ্ছে। 42ওঠো, চল আমরা যাই। যে আমাকে শত্রুদের
হাতে ধরিয়ে দেবে সে এসে পড়েছে।"

শত্রুদের হাতে হযরত ঈসা মসীহ্‌

43ঈসা তখনও কথা বলছেন, এমন সময় এহুদা
সেখানে আসল। সে সেই বারোজন সাহাবীদের মধ্যে
একজন ছিল। তার সংগে অনেক লোক ছোরা ও লাঠি
নিয়ে আসল। প্রধান ইমামেরা, আলেমেরা ও বৃদ্ধ
নেতারা এই লোকদের পাঠিয়েছিলেন।

44ঈসাকে যে ধরিয়ে দিয়েছিল সে ঐ লোকদের
সংগে একটা চিহ্ন ঠিক করেছিল। সে বলেছিল, "যাকে
আমি চুমু দেব, সে-ই সেই লোক। তোমরা তাকেই
ধোরো এবং পাহারা দিয়ে নিয়ে যেয়ো।" 45তাই এহুদা
সোজা ঈসার কাছে গিয়ে বলল, "হুজুর!" এই কথা
বলেই সে তাঁকে চুমু দিল। 46তখন সেই লোকেরা
ঈসাকে ধরল। 47যাঁরা ঈসার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন
তাঁদের মধ্যে একজন তাঁর ছোরা বের করলেন এবং
মহা-ইমামের গোলামকে আঘাত করে তার একটা কান
কেটে ফেললেন।

48ঈসা সেই লোকদের বললেন, "আমি কি ডাকাত
যে, আপনারা ছোরা ও লাঠি নিয়ে আমাকে ধরতে

এসেছেন? 49আমি তো প্রত্যেক দিনই আপনাদের মধ্যে থেকে বায়তুল-মোকাদ্দসে শিক্ষা দিতাম, কিন্তু তখন তো আপনারা আমাকে ধরেন নি। অবশ্য কিতাবের কথা পূর্ণ হতে হবে।"

50সেই সময় সাহাবীরা সবাই তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। 51একজন যুবক কেবল একটা চাদর পরে ঈসার পিছনে পিছনে যাচ্ছিল। 52লোকেরা যখন তাকে ধরল তখন সে চাদরখানা ছেড়ে দিয়ে উলংগ অবস্থায় পালিয়ে গেল।

মহাসভার সামনে হযরত ঈসা মসীহ্

53সেই লোকেরা ঈসাকে নিয়ে মহা-ইমামের কাছে গেল। সেখানে প্রধান ইমামেরা, বৃদ্ধ নেতারা ও আলেমেরা একসংগে জমায়েত হলেন। 54পিতর দূরে দূরে থেকে ঈসার পিছনে যেতে যেতে মহা-ইমামের উঠানে গিয়ে ঢুকলেন। সেখানে রক্ষীদের সংগে বসে তিনি আগুন পোহাতে লাগলেন।

55প্রধান ইমামেরা এবং মহাসভার সমস্ত লোকেরা ঈসাকে হত্যা করবার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্যের খোঁজ করছিলেন, কিন্তু কোন সাক্ষ্যই তাঁরা পেলেন না। 56ঈসার বিরুদ্ধে অনেকেই মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল কিন্তু তাদের সাক্ষ্য মিলল না। 57তখন কয়েকজন উঠে তাঁর বিরুদ্ধে এই মিথ্যা সাক্ষ্য দিল, 58"আমরা ওকে বলতে শুনেছি, 'মানুষের তৈরী এই এবাদত-খানা আমি ভেংগে ফেলব এবং তিন দিনের মধ্যে এমন একটা এবাদত-খানা তৈরী করব যা মানুষের তৈরী নয়।' " 59কিন্তু তবুও তাদের সাক্ষ্য মিলল না।

60তখন মহা-ইমাম সকলের সামনে দাঁড়িয়ে ঈসাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি কোন জবাবই দেবে না? তোমার বিরুদ্ধে এই লোকেরা এই সব কি সাক্ষ্য দিচ্ছে?" 61ঈসা কিন্তু জবাব না দিয়ে চুপ করেই রইলেন।

মহা-ইমাম আবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি গৌরবময় আল্লাহ্‌র পুত্র মসীহ্?"

62ঈসা বললেন, "আমিই সেই। আপনারা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র ডান দিকে ইব্‌ন্তেআদমকে বসে থাকতে দেখবেন এবং আসমানের মেঘের সংগে আসতে দেখবেন।"

63এতে মহা-ইমাম তাঁর কাপড় ছিঁড়ে বললেন, "আর সাক্ষীর আমাদের কি দরকার? 64আপনারা তো শুনলেনই যে, ও কুফরী করল। আপনারা কি মনে করেন?"

তাঁরা সবাই ঈসাকে মৃত্যুর শাস্তি পাবার উপযুক্ত বলে স্থির করলেন। 65তখন কয়েকজন তাঁর গায়ে থুথু দিলেন এবং তাঁর মুখ ঢেকে তাঁকে ঘুষি মেরে বললেন, "তুই না নবী? কিছু বল্ দেখি!" তারপর রক্ষীরা তাঁকে নিয়ে গিয়ে চড় মারতে লাগল।

হযরত পিতরের অস্বীকার

66পিতর যখন নীচে উঠানে ছিলেন তখন মহা-ইমামের একজন চাকরাণী সেখানে আসল। 67সে পিতরকে আগুন পোহাতে দেখল এবং ভাল করে তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখে বলল, "আপনিও তো ঐ নাসরতের ঈসার সংগে ছিলেন।"

68পিতর কিন্তু অস্বীকার করে বললেন, "তুমি কি বলছ তা আমি জানিও না, বুঝিও না।"

এই বলে পিতর বাইরের দরজার কাছে গেলেন, আর তখনই একটা মোরগ ডেকে উঠল। 69চাকরাণীটা

পিতরকে সেখানে দেখে যারা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের আবার বলল, “এই লোকটি ওদের একজন।”

70পিতর আবার অস্বীকার করলেন। যারা কাছে দাঁড়িয়ে ছিল তারাও কিছুক্ষণ পর পিতরকে বলল, “নিশ্চয়ই তুমি ওদের একজন, কারণ তুমি তো গালীলের লোক।”

71পিতর তখন নিজেকে বদদোয়া দিলেন এবং কসম খেয়ে বললেন, “তোমরা যার সম্বন্ধে বলছ তাকে আমি চিনি না।” 72আর তখনই দ্বিতীয় বার মোরগ ডেকে উঠল। ঈসা যে বলেছিলেন, “মোরগ দু’বার ডাকবার আগেই তুমি তিন বার বলবে যে, তুমি আমাকে চেনো না,” সেই কথা তখন পিতরের মনে পড়ল। তাতে তিনি কান্নায় ভেংগে পড়লেন।

১৫ পীলাতের সামনে হযরত ঈসা মসীহ্

1প্রধান ইমামেরা খুব ভোরে বৃদ্ধ নেতাদের, আলেমদের ও মহাসভার সমস্ত লোকদের সংগে একটা পরামর্শ করলেন। তারপর তাঁরা ঈসাকে বেঁধে নিয়ে গিয়ে তাঁকে রোমীয় প্রধান শাসনকর্তা পীলাতের হাতে দিলেন। 2তখন পীলাত ঈসাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কি ইহুদীদের বাদশাহ্?”

ঈসা জবাব দিলেন, “আপনি ঠিক কথাই বলছেন।”

3প্রধান ইমামেরা তাঁর নামে অনেক দোষ দিলেন। 4এতে পীলাত আবার ঈসাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কি জবাব দেবে না? দেখ, তারা তোমাকে কত দোষ দিচ্ছে।”

5ঈসা কিন্তু আর কোন জবাবই দিলেন না। এতে পীলাত আশ্চর্য হলেন।

6উদ্ধার-ঈদের সময়ে লোকেরা যে কয়েদীকে চাইত পীলাত তাকে ছেড়ে দিতেন। 7সেই সময় বারাব্বা নামে একজন লোক জেলখানায় বন্দী ছিল। বিদ্রোহের সময় সে বিদ্রোহীদের সংগে থেকে খুন করেছিল। 8লোকেরা পীলাতের কাছে এসে বলল, “আপনি সব সময় যা করে থাকেন এখন তা-ই করুন।”

9পীলাত তাদের বললেন, “তোমরা কি চাও যে, আমি ইহুদীদের বাদশাহ্‌কে ছেড়ে দিই?” 10প্রধান ইমামেরা যে হিংসা করেই ঈসাকে তাঁর হাতে দিয়েছেন পীলাত তা জানতেন। 11কিন্তু প্রধান ইমামেরা লোকদের উস্‌কিয়েছিলেন যেন তারা ঈসার বদলে বারাব্বাকে চেয়ে নেয়।

12পীলাত আবার লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন, “তাহলে তোমরা যাকে ইহুদীদের বাদশাহ্ বল তাকে নিয়ে আমি কি করব?”

13লোকেরা চেঁচিয়ে বলল, “ওকে ক্রুশে দিন।”

14পীলাত বললেন, “কেন, সে কি দোষ করেছে?”

কিন্তু লোকেরা আরও জোরে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, “ওকে ক্রুশে দিন।”

15তখন পীলাত লোকদের সন্তুষ্ট করবার জন্য বারাব্বাকে তাদের কাছে ছেড়ে দিলেন, আর ঈসাকে ভীষণভাবে চাবুক মারবার হুকুম দিয়ে ক্রুশের উপরে হত্যা করবার জন্য দিলেন।

সৈন্যদের ঠাট্টা-তামাশা

16তারপর সৈন্যেরা ঈসাকে নিয়ে প্রধান শাসনকর্তার বাড়ীর ভিতরে গেল। সেখানে তারা অন্য সব সৈন্যদের একত্র করল। 17তারা ঈসাকে বেগুনে কাপড় পরাল, আর কাঁটা-লতা দিয়ে একটা তাজ গেঁথে

তাঁর মাথায় পরিয়ে দিল। 18তার পরে তারা ঈসাকে বলতে লাগল, "ইহুদী-রাজ, মারহাবা!"

19তারা একটা লাঠি দিয়ে ঈসার মাথায় বারবার মারতে লাগল এবং তাঁর গায়ে থুথু দিল, আর হাঁটু পেতে তাঁকে সম্মান দেখাবার ভান করল। 20এইভাবে তাঁকে ঠাট্টা-তামাশা করবার পর তারা সেই বেগুনে কাপড় খুলে নিয়ে তাঁকে তাঁর নিজের কাপড় পরিয়ে দিল এবং ক্রুশের উপরে হত্যা করবার জন্য নিয়ে চলল।

ক্রুশের উপরে হযরত ঈসা মসীহ্

21সেই সময় শিমোন নামে কূরীণী শহরের একজন লোক গ্রামের দিক থেকে এসে সেই পথে যাচ্ছিলেন। ইনি ছিলেন আলেকজাণ্ডার ও রূফের পিতা। সৈন্যেরা তাঁকে ঈসার ক্রুশটা বয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য করল। 22তারা ঈসাকে গল্‌গথা, অর্থাৎ মাথার খুলির স্থান নামে একটা জায়গায় নিয়ে গেল। 23পরে তারা ঈসাকে গন্ধরস মিশানো সিরকা খেতে দিল, কিন্তু তিনি তা খেলেন না। 24এর পরে তারা ঈসাকে ক্রুশে দিল। সৈন্যেরা তাঁর কাপড়-চোপড় ভাগ করবার জন্য গুলিবাঁট করে দেখতে চাইল কার ভাগ্যে কি পড়ে।

25সকাল ন'টার সময় তারা তাঁকে ক্রুশে দিয়েছিল। 26ঈসার বিরুদ্ধে দোষ-নামাতে লেখা ছিল, "ইহুদীদের বাদশাহ্।" 27তারা দু'জন ডাকাতকেও ঈসার সংগে ক্রুশে দিল, একজনকে ডান দিকে ও অন্যজনকে বাঁ দিকে। 28তাতে পাক-কিতাবের এই কথা পূর্ণ হল: "তাঁকে অন্যায়কারীদের সংগে গোণা হল।"

29যারা সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল তারা মাথা নেড়ে ঈসাকে ঠাট্টা করে বলল, "ওহে, তুমি না বায়তুল-মোকাদ্দস ভেংগে আবার তিন দিনের মধ্যে তা তৈরী করতে পার! 30এখন ক্রুশ থেকে নেমে এসে নিজেকে রক্ষা কর!"

31প্রধান ইমামেরা ও আলেমেরাও ঈসাকে ঠাট্টা করবার উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, "ও অন্যদের রক্ষা করত, নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। 32ঐ যে মসীহ্, বনি-ইসরাইলদের বাদশাহ্! ক্রুশ থেকে ও নেমে আসুক যেন আমরা দেখে ঈমান আনতে পারি।"

ঈসার সংগে যাদের ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল তারাও তাঁকে টিট্‌কারি দিল।

হযরত ঈসা মসীহের মৃত্য

33পরে দু্পুর বারোটা থেকে বেলা তিনটা পর্যন্ত সারা দেশ অন্ধকার হয়ে রইল। 34বেলা তিনটার সময় ঈসা জোরে চিৎকার করে বললেন, "এলোই, এলোই, লামা শবক্তানী," অর্থাৎ "আল্লাহ্ আমার, আল্লাহ্ আমার, কেন তুমি আমাকে ত্যাগ করেছ?"

35যারা কাছে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের কয়েকজন এই কথা শুনে বলল, "শোন, শোন, ও নবী ইলিয়াসকে ডাকছে।"

36তখন একজন লোক দৌড়ে গিয়ে একটা সপঞ্জ সিরকায় ভিজাল এবং একটা লাঠির মাথায় লাগিয়ে তা ঈসাকে খেতে দিল।

সে বলল, "থাক্, দেখি ইলিয়াস ওকে নামিয়ে নিতে আসেন কি না।"

37এর পরে ঈসা জোরে চিৎকার করে প্রাণত্যাগ করলেন। 38তখন বায়তুল-মোকাদ্দসের পর্দাটা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত চিরে দু'ভাগ হয়ে গেল। 39যে সেনাপতি ঈসার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল সে ঈসাকে এইভাবে মারা যেতে দেখে বলল, "সত্যিই ইনি ইব্‌নুল্লাহ্‌ ছিলেন।"

40কয়েকজন স্ত্রীলোক দূরে দাঁড়িয়ে এই সব দেখছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মগ্‌দলীনী মরিয়ম, দুই ইয়াকুবের মধ্যে ছোট ইয়াকুব ও ইউসুফের মা মরিয়ম আর শালোমী। 41ঈসা যখন গালীলে ছিলেন তখন এই স্ত্রীলোকেরা তাঁর সংগে সব জায়গায় যেতেন এবং তাঁর সেবা করতেন। আরও অনেক স্ত্রীলোক, যাঁরা তাঁর সংগে সংগে জেরুজালেমে এসেছিলেন, তাঁরাও সেখানে ছিলেন।

হযরত ঈসা মসীহের কবর

42সেই দিনটা ছিল আয়োজনের দিন, অর্থাৎ বিশ্রামবারের আগের দিন। 43যখন সন্ধ্যা হয়ে আসল তখন অরিমাথিয়া গ্রামের ইউসুফ সাহস করে পীলাতের কাছে গিয়ে ঈসার লাশটি চাইলেন। তিনি মহাসভার একজন নাম-করা সদস্য ছিলেন এবং তিনি নিজে আল্লাহ্‌র রাজ্যের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। 44পীলাত আশ্চর্য হলেন যে, ঈসা এত তাড়াতাড়ি মারা গেছেন। সত্যি সত্যি ঈসার মৃত্যু হয়েছে কি না, তা সেনাপতিকে ডেকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। 45যখন সেনাপতির কাছ থেকে তিনি জানতে পারলেন যে, সত্যিই তাঁর মৃত্যু হয়েছে তখন লাশটি ইউসুফকে দিলেন। 46ইউসুফ গিয়ে কাপড় কিনে আনলেন এবং ঈসার লাশটি নামিয়ে সেই কাপড়ে জড়ালেন, আর পাহাড় কেটে তৈরী করা একটা কবরে সেই লাশটি রাখলেন। তারপর তিনি কবরের মুখে একটা পাথর গড়িয়ে দিলেন। 47ঈসার লাশটি কোথায় রাখা হল তা মগ্‌দলীনী মরিয়ম ও ইউসুফের মা মরিয়ম দেখলেন।

আল্লাহ্‌র মুক্ত ও উদ্ধার করার পরিকল্পনা

৯. পুনরুত্থান

লূক ২৪ থেকে নেয়া

২৪ মৃত্যুর উপরে জয়লাভ

1সপ্তার প্রথম দিনের খুব সকালবেলা সেই
স্ত্রীলোকেরা সেই খোশবু মসলা নিয়ে কবরের কাছে
গেলেন। 2তাঁরা দেখলেন কবরের মুখ থেকে পাথরখানা
সরিয়ে রাখা হয়েছে, 3কিন্তু কবরের ভিতরে গিয়ে তাঁরা
হযরত ঈসার লাশ দেখতে পেলেন না। 4যখন তাঁরা
অবাক হয়ে সেই বিষয়ে ভাবছিলেন তখন বিদ্যুতের মত
ঝক্‌ঝকে কাপড় পরা দু'জন লোক তাঁদের পাশে এসে
দাঁড়ালেন। 5এতে স্ত্রীলোকেরা ভয় পেয়ে মাথা নীচু
করলেন। লোক দু'টি তাঁদের বললেন, "যিনি জীবিত
তাঁকে মৃতদের মধ্যে তালাশ করছ কেন? 6তিনি এখানে
নেই; তিনি জীবিত হয়ে উঠেছেন। তিনি যখন গালীলে
ছিলেন তখন তিনি তোমাদের কাছে যা বলেছিলেন তা
মনে করে দেখ। 7তিনি বলেছিলেন, ইব্‌ন্তেআদমকে
গুনাহ্‌গার লোকদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হবে। তার
পরে তাঁকে ক্রুশের উপরে হত্যা করা হবে এবং তৃতীয়
দিনে তাঁকে আবার জীবিত হয়ে উঠতে হবে।"

8তখন তাঁদের সেই কথা মনে পড়ল। 9তাঁরা কবর
থেকে ফিরে গিয়ে সেই এগারোজন সাহাবী এবং অন্য
সকলকে এই সব কথা জানালেন। 10সেই স্ত্রীলোকদের
মধ্যে ছিলেন মগ্‌দলীনী মরিয়ম, যোহানা ও ইয়াকুবের
মা মরিয়ম। তাঁদের সংগে আর অন্য যে স্ত্রীলোকেরা
ছিলেন তাঁরাও এই সমস্ত কথা সাহাবীদের কাছে
বললেন। 11কিন্তু সেই সব কথা তাঁদের কাছে বাজে
কথার মতই মনে হল। সেইজন্য সেই স্ত্রীলোকদের
কথা তাঁরা বিশ্বাস করলেন না। 12পিতর কিন্তু উঠে
দৌড়ে কবরের কাছে গেলেন এবং নীচু হয়ে কেবল
কাপড়গুলোই দেখতে পেলেন। যা ঘটেছে তাতে আশ্চর্য
হয়ে তিনি ফিরে আসলেন।

ইম্মায়ূ গ্রামের পথে

13সেই দিনেই দু'জন সাহাবী ইম্মায়ূ নামে একটা
গ্রামে যাচ্ছিলেন। গ্রামটা জেরুজালেম থেকে প্রায় সাত
মাইল দূরে ছিল। 14যা ঘটেছে তা নিয়ে তাঁরা আলাপ-
আলোচনা করছিলেন। 15সেই সময় ঈসা নিজেই
সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁদের সংগে হাঁটতে শুরু
করলেন। 16তাঁদের চোখ যেন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তাই
তাঁরা ঈসাকে চিনতে পারলেন না। 17তখন ঈসা তাঁদের
বললেন, "আপনারা কি কথা বলতে বলতে যাচ্ছেন?"

সেই দু'জন উম্মত ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে
রইলেন। 18তখন ক্লিয়পা নামে তাঁদের মধ্যে একজন
ঈসাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনিই কি জেরুজালেমের
একমাত্র লোক যিনি জানেন না এই কয়দিনে সেখানে
কি কি ঘটছে?"

19ঈসা তাঁদের বললেন, "কি কি ঘটেছে?"

তাঁরা বললেন, "নাসরত গ্রামের ঈসাকে নিয়ে যা যা
ঘটেছে। তিনি নবী ছিলেন। তিনি কাজে ও কথায়
আল্লাহ্‌ ও সমস্ত লোকের চোখে শক্তিশালী
ছিলেন। 20আমাদের প্রধান ইমামেরা ও ধর্ম-নেতারা
তাঁকে রোমীয়দের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন যাতে তারা
তাঁর বিচার করে তাঁকে মৃত্যুর শাস্তি দেয়। পরে সেই

ইহুদী নেতারা তাঁকে ক্রুশে দিয়েছিলেন। 21আমরা আশা করেছিলাম তিনিই ইসরাইল জাতিকে মুক্ত করবেন। কেবল তা-ই নয়, আজ তিন দিন হল এই সব ঘটনা ঘটেছে। 22আবার আমাদের দলের কয়েকজন স্ত্রীলোক আমাদের অবাক করেছেন। তাঁরা খুব সকালে ঈসার কবরে গিয়েছিলেন, 23কিন্তু সেখানে তাঁর লাশ দেখতে পান নি। তাঁরা ফিরে এসে বললেন, তাঁরা ফেরেশতাদের দেখা পেয়েছেন আর সেই ফেরেশতারা তাঁদের বলেছেন যে, ঈসা বেঁচে আছেন। 24তখন আমাদের সংগে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন কবরে গিয়ে স্ত্রীলোকেরা যেমন বলেছিলেন ঠিক তেমনি দেখতে পেলেন, কিন্তু ঈসাকে দেখতে পেলেন না।”

25তখন ঈসা তাঁদের বললেন, “আপনারা কিছুই বোঝেন না। আপনাদের মন এমন অসাড় যে, নবীরা যা বলেছেন তা আপনারা বিশ্বাস করেন না। 26এই সমস্ত কষ্ট ভোগ করে কি মসীহের মহিমা লাভ করবার কথা ছিল না?” 27এর পরে তিনি মূসার এবং সমস্ত নবীদের কিতাব থেকে শুরু করে গোটা পাক-কিতাবের মধ্যে তাঁর নিজের বিষয়ে যা যা লেখা আছে তা সবই তাঁদের বুঝিয়ে বললেন।

28তাঁরা যে গ্রামে যাচ্ছিলেন সেই গ্রামের কাছাকাছি আসলে পর ঈসা আরও দূরে যাবার ভাব দেখালেন। 29তখন তাঁরা খুব সাধাসাধি করে তাঁকে বললেন, “এখন বেলা গেছে, সন্ধ্যা হয়েছে। আপনি আমাদের সংগে থাকুন।”

এতে তিনি তাঁদের সংগে থাকবার জন্য ঘরে ঢুকলেন। 30যখন তিনি তাঁদের সংগে খেতে বসলেন তখন রুটি নিয়ে আল্লাহ্‌কে শুকরিয়া জানালেন এবং তা টুকরা করে তাঁদের দিলেন। 31তখন তাঁদের চোখ খুলে গেল; তাঁরা ঈসাকে চিনতে পারলেন, কিন্তু তার সংগে সংগেই তাঁকে আর দেখা গেল না। 32তখন তাঁরা একে অন্যকে বললেন, “রাস্তায় যখন তিনি আমাদের সংগে কথা বলছিলেন এবং পাক-কিতাব বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন তখন আমাদের অন্তর কি জ্বলে জ্বলে উঠছিল না?”

33তখনই সেই দু’জন উঠে জেরুজালেমে গেলেন এবং সেই এগারোজন সাহাবী ও তাঁদের সংগে অন্যদেরও এক জায়গায় দেখতে পেলেন। 34হযরত ঈসা যে সত্যিই জীবিত হয়ে উঠেছেন এবং শিমোনকে দেখা দিয়েছেন তা নিয়ে তখন তাঁরা আলোচনা করছিলেন। 35সেই দু’জন সাহাবী রাস্তায় যা হয়েছিল তা তাঁদের জানালেন। তাঁরা আরও জানালেন, তিনি যখন রুটি টুকরা টুকরা করছিলেন তখন কেমন করে তাঁরা তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন।

সাহাবীদের সংগে হযরত ঈসা মসীহের সাক্ষাৎ

36সেই সাহাবীরা যখন এই কথা বলছিলেন তখন ঈসা নিজে তাঁদের মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে তাঁদের সবাইকে বললেন, “আস্‌সালামু আলাইকুম।”

37তাঁরা ভূত দেখছেন ভেবে খুব ভয় পেলেন। 38ঈসা তাঁদের বললেন, “কেন তোমরা অস্থির হচ্ছ আর কেনই বা তোমাদের মনে সন্দেহ জাগছে? 39আমার হাত ও পা দেখ। দেখ, এ আমি। আমাকে ছুঁয়ে দেখ, কারণ ভূতের তো আমার মত হাড়-মাংস নেই।”

40এই কথা বলে ঈসা তাঁর হাত ও পা তাঁদের দেখালেন। 41কিন্তু তাঁরা এত আশ্চর্য ও আনন্দিত হয়েছিলেন যে, বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তখন

ঈসা তাঁদের বললেন, “তোমাদের এখানে কি কোন খাবার আছে?”

42তাঁরা তাঁকে এক টুকরা ভাজা মাছ দিলেন। 43তিনি তা নিয়ে তাঁদের সামনেই খেলেন। 44তারপর তিনি তাঁদের বললেন, “আমি যখন তোমাদের সংগে ছিলাম তখন বলেছিলাম, মূসার তৌরাত শরীফে, নবীদের কিতাবে ও জবুর শরীফের মধ্যে আমার বিষয়ে যে যে কথা লেখা আছে তার সব পূর্ণ হতেই হবে।”

45-46পাক-কিতাব বুঝবার জন্য তিনি সাহাবীদের বুদ্ধি খুলে দিলেন এবং তাঁদের বললেন, “লেখা আছে, মসীহ্‌কে কষ্ট ভোগ করতে হবে এবং তিন দিনের দিন মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠতে হবে। 47আরও লেখা আছে, জেরুজালেম থেকে শুরু করে সমস্ত জাতির কাছে মসীহের নামে এই খবর তবলিগ করা হবে যে, তওবা করলে গুনাহের মাফ পাওয়া যায়। 48তোমরাই এই সমস্ত বিষয়ের সাক্ষী। 49দেখ, আমার পিতা যা দেবার ওয়াদা করেছেন তা আমি তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব। বেহেশত থেকে শক্তি না পাওয়া পর্যন্ত তোমরা এই শহরেই থেকো।”

হযরত ঈসা মসীহের বেহেশতে ফিরে যাওয়া

50পরে ঈসা তাঁর সাহাবীদের নিয়ে বেথানিয়া পর্যন্ত গেলেন। সেখানে তিনি হাত তুলে তাঁদের দোয়া করলেন। 51দোয়া করতে করতেই তিনি তাঁদের ছেড়ে গেলেন এবং তাঁকে বেহেশতে তুলে নেওয়া হল। 52তখন তাঁরা উবুড় হয়ে তাঁকে সেজদা করলেন এবং খুব আনন্দের সংগে জেরুজালেমে ফিরে গেলেন। 53তাঁরা সব সময় বায়তুল-মোকাদ্দসে উপস্থিত থেকে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতে লাগলেন।

চিরকাল সুখে শান্তিতে বসবাস

১০. নতুন জন্ম ও উদ্ধার

ইউহোন্না ৩ থেকে নেয়া

৩ নতুন জন্ম

1ফরীশীদের মধ্যে নীকদীম নামে ইহুদীদের একজন
নেতা ছিলেন। 2একদিন রাতে তিনি ঈসার কাছে এসে
বললেন, "হুজুর, আমরা জানি আপনি একজন শিক্ষক
হিসাবে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছেন, কারণ আপনি
যে সব অলৌকিক কাজ করছেন, আল্লাহ্‌ সংগে না
থাকলে কেউ তা করতে পারে না।"

3ঈসা নীকদীমকে বললেন, "আমি আপনাকে সত্যিই
বলছি, নতুন করে জন্ম না হলে কেউ আল্লাহ্‌র রাজ্য
দেখতে পায় না।"

4তখন নীকদীম তাঁকে বললেন, "মানুষ বুড়ো হয়ে
গেলে কেমন করে তার আবার জন্ম হতে পারে? দ্বিতীয়
বার মায়ের গর্ভে ফিরে গিয়ে সে কি আবার জন্মগ্রহণ
করতে পারে?"

5জবাবে ঈসা বললেন, "আমি আপনাকে সত্যিই
বলছি, পানি এবং পাক-রূহ্‌ থেকে জন্ম না হলে কেউই
আল্লাহ্‌র রাজ্যে ঢুকতে পারে না। 6মানুষ থেকে যা
জন্মে তা মানুষ, আর যা পাক-রূহ্‌ থেকে জন্মে তা
রূহ্‌। 7আমি যে আপনাকে বললাম, আপনাদের নতুন
করে জন্ম হওয়া দরকার, এতে আশ্চর্য হবেন
না। 8বাতাস যেদিকে ইচ্ছা সেই দিকে বয় আর আপনি
তাঁর শব্দ শুনতে পান, কিন্তু কোথা থেকে আসে এবং
কোথায়ই বা যায় তা আপনি জানেন না। পাক-রূহ্‌
থেকে যাদের জন্ম হয়েছে তাদেরও ঠিক সেই রকম
হয়।"

9নীকদীম ঈসাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ কেমন
করে হতে পারে?"

10তখন ঈসা তাঁকে বললেন, "আপনি বনি-
ইসরাইলদের শিক্ষক হয়েও কি এই সব বোঝেন
না? 11আপনাকে সত্যিই বলছি, আমরা যা জানি তা-ই
বলি এবং যা দেখেছি সেই সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিই, কিন্তু
আপনারা আমাদের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করেন। 12আমি
আপনাদের কাছে দুনিয়াবী বিষয়ে কথা বললে যখন
বিশ্বাস করেন না তখন বেহেশতী বিষয়ে কথা বললে
কেমন করে বিশ্বাস করবেন?

13"যিনি বেহেশতে থাকেন এবং বেহেশত থেকে
নেমে এসেছেন সেই ইব্‌ন্তেআদম ছাড়া আর কেউ
বেহেশতে ওঠে নি। 14মূসা নবী যেমন মরুভূমিতে সেই
সাপকে উঁচুতে তুলেছিলেন তেমনি ইব্‌ন্তেআদমকেও
উঁচুতে তুলতে হবে, 15যেন যে কেউ তাঁর উপর ঈমান
আনে সে অনন্ত জীবন পায়।

16"আল্লাহ্‌ মানুষকে এত মহব্বত করলেন যে, তাঁর
একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করলেন, যেন যে কেউ
সেই পুত্রের উপর ঈমান আনে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু
অনন্ত জীবন পায়। 17আল্লাহ্‌ মানুষকে দোষী প্রমাণ
করবার জন্য তাঁর পুত্রকে দুনিয়াতে পাঠান নি, বরং
মানুষ যেন পুত্রের দ্বারা নাজাত পায় সেইজন্য তিনি
তাঁকে পাঠিয়েছেন। 18যে সেই পুত্রের উপর ঈমান
আনে তার কোন বিচার হয় না, কিন্তু যে ঈমান আনে
না তাকে দোষী বলে আগেই স্থির করা হয়ে গেছে,
কারণ সে আল্লাহ্‌র একমাত্র পুত্রের উপর ঈমান আনে

নি। 19তাকে দোষী বলে স্থির করা হয়েছে কারণ
দুনিয়াতে নূর এসেছে, কিন্তু মানুষের কাজ খারাপ বলে
মানুষ নূরের চেয়ে অন্ধকারকে বেশী
ভালবেসেছে। 20যে কেউ অন্যায় কাজ করতে থাকে সে
নূর ঘৃণা করে। তার অন্যায় কাজগুলো প্রকাশ হয়ে
পড়বে বলে সে নূরের কাছে আসে না। 21কিন্তু যে
সত্যের পথে চলে সে নূরের কাছে আসে যেন তার
কাজগুলো যে আল্লাহ্‌র ইচ্ছামত করা হয়েছে তা প্রকাশ
পায়।”

চিরকাল সুখে শান্তিতে বসবাস

১১. তরিকাবন্দী ও অনুতাপ

প্রেরিত ২ এবং ৪ থেকে নেয়া

37এই কথা শুনে লোকেরা মনে আঘাত পেল। তারা পিতর ও অন্য সাহাবীদের জিজ্ঞাসা করল, "ভাইয়েরা, আমরা কি করব?"

38জবাবে পিতর বললেন, "আপনারা প্রত্যেকে গুনাহের মাফ পাবার জন্য তওবা করুন এবং ঈসা মসীহের নামে তরিকাবন্দী গ্রহণ করুন। আপনারা দান হিসাবে পাক-রূহ্‌কে পাবেন। 39আপনাদের জন্য, আপনাদের ছেলেমেয়েদের জন্য এবং যারা দূরে আছে, এক কথায় আমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ তাঁর নিজের বান্দা হবার জন্য যাদের ডাকবেন, তাদের সকলের জন্য এই ওয়াদা করা হয়েছে।"

40এছাড়া আরও অনেক কথা বলে পিতর সাক্ষ্য দিতে লাগলেন। তিনি তাদের এই বলে বুঝাতে চেষ্টা করলেন, "এই যুগের বিবেকহীন লোকদের থেকে নিজেদের রক্ষা করুন।"

41যারা তাঁর কথায় ঈমান আনল তারা তরিকাবন্দী নিল এবং সাহাবীদের দলের সংগে সেই দিন আল্লাহ্‌ কমবেশ তিন হাজার লোককে যুক্ত করলেন।

৪ হযরত ফিলিপ ও ইথিওপিয়া দেশের রাজকর্মচারী

26একদিন মাবুদের একজন ফেরেশতা ফিলিপকে বললেন, "ওঠো, দক্ষিণ দিকের যে পথ জেরুজালেম থেকে গাজা শহরের দিকে গেছে সেই পথে যাও।" পথটা ছিল মরুভূমির মধ্যে। 27তখন ফিলিপ সেই দিকে গেলেন। পথে ইথিওপিয়া দেশের একজন বিশেষ রাজকর্মচারীর সংগে তাঁর দেখা হল। সেই কর্মচারী ছিলেন খোজা। ইথিওপিয়ার কান্দাকী রাণীর ধনরত্নের দেখাশোনা করবার ভার ছিল এই লোকটির উপর। আল্লাহ্‌র এবাদত করবার জন্য সেই কর্মচারী জেরুজালেমে গিয়েছিলেন। 28বাড়ী ফিরবার পথে তিনি রথে বসে নবী ইশাইয়ার কিতাবখানা তেলাওয়াত করছিলেন। 29তখন পাক-রূহ্‌ ফিলিপকে বললেন, "ঐ রথের কাছে যাও এবং তার সংগে সংগে চল।"

30এতে ফিলিপ দৌড়ে সেই রথের কাছে গেলেন এবং শুনতে পেলেন লোকটি নবী ইশাইয়ার কিতাবখানা তেলাওয়াত করছেন। ফিলিপ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি যা তেলাওয়াত করছেন তা বুঝতে পারছেন কি?"

31সেই কর্মচারী বললেন, "কেউ বুঝিয়ে না দিলে কেমন করে বুঝতে পারব?" তিনি ফিলিপকে রথে উঠে তাঁর কাছে বসতে অনুরোধ করলেন।

32সেই কর্মচারী পাক-কিতাবের যে অংশটুকু তেলাওয়াত করছিলেন তা এই:

জবাই করবার জন্য যেমন ভেড়া নেওয়া হয়,
তেমনি তাঁকে নেওয়া হল।
লোম ছাঁটাইকারীর সামনে ভেড়ার বাচ্চা যেমন চুপ করে থাকে,
তেমনি তিনি মুখ খুললেন না।
33তিনি অপমানিত হলেন,
তাঁর উপর ন্যায়বিচার করা হয় নি।
তাঁর বংশের কথা বলা সম্ভব নয়,
কারণ তাঁর জীবন এই দুনিয়া থেকে নিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

34সেই কর্মচারী ফিলিপকে বললেন, “বলুন না, নবী
কার বিষয়ে এই কথা বলেছেন? নিজের বিষয়ে, না
অন্য কারও বিষয়ে?” 35তখন ফিলিপ পাক-কিতাবের
সেই অংশ থেকে শুরু করে তাঁর কাছে ঈসার বিষয়ে
সুসংবাদ তবলিগ করলেন।

36-37পথে যেতে যেতে তাঁরা এমন এক জায়গায়
আসলেন যেখানে পানি ছিল। তখন সেই কর্মচারীটি
বললেন, “এই দেখুন, এখানে পানি আছে; আমার
তরিকাবন্দী নেবার বাধা কি আছে?” 38তিনি রথ
থামাতে বললেন। তার পরে ফিলিপ এবং সেই কর্মচারী
পানির মধ্যে নামলেন ও ফিলিপ তাঁকে তরিকাবন্দী
দিলেন। 39যখন তাঁরা পানি থেকে উঠে আসলেন তখন
মাবুদের রূহ্ হঠাৎ ফিলিপকে নিয়ে গেলেন। সেই
কর্মচারী আর তাঁকে দেখতে পেলেন না। তখন তিনি
আনন্দ করতে করতে বাড়ীর পথে
চললেন। 40ফিলিপকে কিন্তু অস্‌দোদ শহরে দেখতে
পাওয়া গেল। তিনি গ্রামে গ্রামে সুসংবাদ তবলিগ
করতে করতে শেষে সিজারিয়াতে গেলেন।

চিরকাল সুখে শান্তিতে বসবাস

১২. অবস্থান করা

ইউহোন্না ১৫ থেকে নেয়া

১৫ হযরত ঈসা আংগুর গাছ

1“আমিই আসল আংগুর গাছ আর আমার পিতা
মালী। 2আমার যে সব ডালে ফল ধরে না সেগুলো
তিনি কেটে ফেলেন, আর যে সব ডালে ফল ধরে
সেগুলো তিনি ছেঁটে পরিষ্কার করেন যেন আরও অনেক
ফল ধরতে পারে। 3আমি যে কথা তোমাদের বলেছি
তার জন্য তোমরা আগেই পরিষ্কার হয়েছ। 4আমার
মধ্যে থাক আর আমিও তোমাদের দিলে থাকব।
আংগুর গাছে যুক্ত না থাকলে যেমন ডাল নিজে নিজে
ফল ধরাতে পারে না তেমনি আমার মধ্যে না থাকলে
তোমরাও নিজে নিজে ফল ধরাতে পার না।

5“আমিই আংগুর গাছ, আর তোমরা তার
ডালপালা। যদি কেউ আমার মধ্যে থাকে এবং আমি
তার মধ্যে থাকি তবে তার জীবনে অনেক ফল ধরে,
কারণ আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পার
না। 6যদি কেউ আমার মধ্যে না থাকে তবে কাটা
ডালের মতই তাকে বাইরে ফেলে দেওয়া হয় আর তা
শুকিয়ে যায়। তখন সেই ডালগুলো কুড়িয়ে আগুনে
ফেলে দেওয়া হয় এবং সেগুলো পুড়ে যায়। 7যদি
তোমরা আমার মধ্যে থাক আর আমার কথাগুলো
তোমাদের দিলে থাকে তবে তোমাদের যা ইচ্ছা তা-ই
চেয়ো; তোমাদের জন্য তা করা হবে। 8যদি তোমাদের
জীবনে প্রচুর ফল ধরে এবং এইভাবে তোমরা
নিজেদের আমার সাহাবী বলে প্রমাণ কর তবে আমার
পিতার প্রশংসা হবে। 9পিতা যেমন আমাকে মহব্বত
করেছেন আমিও তেমনি তোমাদের মহব্বত করেছি।
আমার মহব্বতের মধ্যে থাক। 10আমি আমার পিতার
সমস্ত হুকুম পালন করে যেমন তাঁর মহব্বতের মধ্যে
রয়েছি, তেমনি তোমরাও যদি আমার হুকুম পালন কর
তবে তোমরাও আমার মহব্বতের মধ্যে থাকবে।

11“এই সব কথা আমি তোমাদের বললাম যেন
আমার আনন্দ তোমাদের অন্তরে থাকে ও তোমাদের
আনন্দ পূর্ণ হয়। 12আমার হুকুম এই, আমি যেমন
তোমাদের মহব্বত করেছি তেমনি তোমরাও একে
অন্যকে মহব্বত কোরো। 13কেউ যদি তার বন্ধুদের
জন্য নিজের প্রাণ দেয় তবে তার চেয়ে বেশী মহব্বত
আর কারও নেই। 14যে সব হুকুম আমি তোমাদের দিই
তা যদি তোমরা পালন কর তবেই তোমরা আমার
বন্ধু। 15আমি তোমাদের আর গোলাম বলি না, কারণ
মালিক কি করেন গোলাম তা জানে না; বরং আমি
তোমাদের বন্ধু বলেছি, কারণ আমি পিতার কাছ থেকে
যা কিছু শুনেছি তা তোমাদের জানিয়েছি। 16তোমরা
আমাকে বেছে নাও নি, কিন্তু আমিই তোমাদের বেছে
নিয়ে কাজে লাগিয়েছি যাতে তোমাদের জীবনে ফল
ধরে আর তোমাদের সেই ফল যেন টিকে থাকে।
তাহলে আমার নামে পিতার কাছে যা কিছু চাইবে তা
তিনি তোমাদের দেবেন। 17এই হুকুম আমি তোমাদের
দিচ্ছি যে, তোমরা একে অন্যকে মহব্বত কোরো।

চিরকাল সুখে শান্তিতে বসবাস

১৩. প্রভুর ভোজ এবং মুনাজাত

১ করিন্থীয় ১১ এবং মথি ৬ থেকে নেয়া

23আমি তোমাদের যে শিক্ষা দিয়েছি তা আমি প্রভুর কাছ থেকে পেয়েছি। যে রাতে হযরত ঈসাকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, 24সেই রাতে তিনি রুটি নিয়ে আল্লাহ্‌কে শুকরিয়া জানিয়েছিলেন এবং তা টুকরা টুকরা করে বলেছিলেন, "এটা আমার শরীর যা তোমাদেরই জন্য দেওয়া হবে; আমাকে মনে করবার জন্য এই রকম কোরো।" 25খাওয়া হলে পর সেইভাবে তিনি পেয়ালা নিয়ে বলেছিলেন, "আমার রক্তের দ্বারা আল্লাহ্‌র যে নতুন ব্যবস্থা বহাল করা হবে সেই ব্যবস্থার চিহ্ন হল এই পেয়ালা। তোমরা যতবার এর থেকে খাবে আমাকে মনে করবার জন্য এই রকম কোরো।" 26সেইজন্য তিনি না আসা পর্যন্ত যতবার তোমরা এই রুটি খাবে আর এই পেয়ালা থেকে খাবে ততবারই প্রভুর মৃত্যুর কথা প্রচার করবে।

5"তোমরা যখন মুনাজাত কর তখন ভণ্ডদের মত কোরো না, কারণ তারা লোকদের কাছে নিজেদের দেখাবার জন্য মজলিস-খানায় ও রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে মুনাজাত করতে ভালবাসে। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তারা তাদের পুরস্কার পেয়ে গেছে। 6কিন্তু তুমি যখন মুনাজাত কর তখন ভিতরের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ কোরো এবং তোমার পিতা, যাঁকে দেখা না গেলেও উপস্থিত আছেন, তাঁর কাছে মুনাজাত কোরো। তোমার পিতা, যিনি গোপন সব কিছু দেখেন, তিনিই তোমাকে পুরস্কার দেবেন।

7"যখন তোমরা মুনাজাত কর তখন অ-ইহুদীদের মত অর্থহীন কথা বার বার বোলো না। অ-ইহুদীরা মনে করে, বেশী কথা বললেই আল্লাহ্‌ তাদের মুনাজাত শুনবেন। 8তাদের মত কোরো না, কারণ তোমাদের পিতার কাছে চাইবার আগেই তিনি জানেন তোমাদের কি দরকার। 9এইজন্য তোমরা এইভাবে মুনাজাত কোরো:

হে আমাদের বেহেশতী পিতা,
তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক।
10তোমার রাজ্য আসুক।
তোমার ইচ্ছা যেমন বেহেশতে
তেমনি দুনিয়াতেও পূর্ণ হোক।
11যে খাবার আমাদের দরকার
তা আজ আমাদের দাও।
12যারা আমাদের উপর অন্যায় করে,
আমরা যেমন তাদের মাফ করেছি
তেমনি তুমিও আমাদের সমস্ত অন্যায় মাফ কর।
13আমাদের তুমি পরীক্ষায় পড়তে দিয়ো না,
বরং শয়তানের হাত থেকে রক্ষা কর।

14তোমরা যদি অন্যদের দোষ মাফ কর তবে তোমাদের বেহেশতী পিতা তোমাদেরও মাফ করবেন।

চিরকাল সুখে শান্তিতে বসবাস

১৪. আল্লাহ্‌র রাজ্য বৃদ্ধি করা

লূক ১০ থেকে নেয়া। এটি দুই ভাগে করা যেতে পারে।

১০ সত্তরজন সাহাবীকে পাঠানো

1এর পরে হযরত ঈসা আরও সত্তরজন সাহাবীকে
তবলিগে পাঠাবার জন্য বেছে নিলেন। তিনি নিজে যে
যে গ্রামে ও যে যে জায়গায় যাবেন বলে ঠিক
করেছিলেন সেই সব জায়গায় যাবার আগে সাহাবীদের
দু'জন দু'জন করে পাঠিয়ে দিলেন।

2তিনি সাহাবীদের বললেন, "সত্যিই ফসল অনেক,
কিন্তু কাজ করবার লোক কম। এইজন্য ফসলের
মালিকের কাছে অনুরোধ কর যেন তিনি তাঁর ফসল
কাটবার জন্য লোক পাঠিয়ে দেন। 3তোমরা যাও;
নেকড়ে বাঘের মধ্যে ভেড়ার মতই আমি তোমাদের
পাঠাচ্ছি। 4টাকার থলি, ঝুলি বা জুতা সংগে নিয়ো না
এবং রাস্তায় কাউকে সালাম জানায়ো না। 5তোমরা যে
বাড়ীতে যাবে প্রথমে বলবে, 'এই বাড়ীতে শান্তি
হোক।' 6শান্তি ভালবাসে এমন কেউ যদি সেখানে থাকে
তবে তোমাদের শান্তি তার উপরে থাকবে, কিন্তু যদি
সেই রকম কেউ না থাকে তবে তোমাদের শান্তি
তোমাদের কাছেই ফিরে আসবে। 7সেই বাড়ীতেই
থেকো এবং তারা যা দেয় তা-ই খেয়ো, কারণ যে কাজ
করে সে বেতন পাবার যোগ্য। এক বাড়ী ছেড়ে অন্য
বাড়ীতে যেয়ো না।

8"যদি কোন গ্রামে যাও এবং সেখানকার লোকেরা
তোমাদের গ্রহণ করে তবে তোমাদের যা খেতে দেওয়া
হয় তা-ই খেয়ো। 9সেই গ্রামের অসুস্থদের সুস্থ কোরো
এবং তাদের বোলো, 'আল্লাহ্‌র রাজ্য তোমাদের কাছে
এসেছে।' 10কিন্তু যদি কোন গ্রামে যাও এবং
সেখানকার লোকেরা তোমাদের গ্রহণ না করে তবে
সেই গ্রামের রাস্তায় রাস্তায় গিয়ে এই কথা
বোলো, 11'তোমাদের গ্রামের যে ধুলা আমাদের পায়ে
লেগেছে তাও আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে ঝেড়ে
ফেললাম। তবুও তোমরা জেনে রেখো, আল্লাহ্‌র রাজ্য
কাছে এসে গেছে।' 12আমি তোমাদের বলছি, রোজ
হাশরে সেই গ্রামের চেয়ে বরং সাদুম শহরের লোকদের
অবস্থা অনেকখানি সহ্য করবার মত হবে।

13"ঘৃণ্য কোরাসীন! ঘৃণ্য বৈৎসৈদা! যে সব
অলৌকিক কাজ তোমাদের মধ্যে করা হয়েছে তা যদি
টায়ার ও সিডন শহরে করা হত, তবে তারা অনেক
দিন আগেই চট পরে ছাইয়ের মধ্যে বসে তওবা
করত। 14সত্যিই, রোজ হাশরে টায়ার ও সিডনের
অবস্থা বরং তোমাদের চেয়ে অনেকখানি সহ্য করবার
মত হবে। 15আর তুমি, কফরনাহূম, তুমি নাকি
বেহেশত পর্যন্ত উঁচুতে উঠবে? কখনও না, তোমাকে
নীচে কবরে ফেলে দেওয়া হবে।"

16ঈসা আবার তাঁর সাহাবীদের বললেন, "যারা
তোমাদের কথা শোনে তারা আমারই কথা শোনে। যারা
তোমাদের অগ্রাহ্য করে তারা আমাকেই অগ্রাহ্য করে।
যারা আমাকে অগ্রাহ্য করে, আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন
তারা তাঁকেই অগ্রাহ্য করে।"

17সেই সত্তরজন সাহাবী আনন্দের সংগে ফিরে
এসে বললেন, "হুজুর, আপনার নাম করে বললে
ভূতেরা পর্যন্ত আমাদের কথা শোনে।"

18ঈসা তাঁদের বললেন, "আমি শয়তানকে বেহেশত
থেকে বিদ্যুৎ চম্‌কাবার মত করে পড়ে যেতে
দেখেছি। 19দেখ, আমি তোমাদের সাপ ও বিছার উপর

দিয়ে হেঁটে যাবার ক্ষমতা দিয়েছি এবং তোমাদের শত্রু শয়তানের সমস্ত শক্তির উপরেও ক্ষমতা দিয়েছি। কোন কিছুই তোমাদের ক্ষতি করবে না। 20কিন্তু ভূতেরা তোমাদের কথা শোনে বলে আনন্দিত হয়ো না বরং বেহেশতে তোমাদের নাম লেখা হয়েছে বলে আনন্দিত হয়ো।

দয়ালু সামেরীয়ের গল্প

25একবার একজন আলেম ঈসার কাছে আসলেন। ঈসাকে পরীক্ষা করবার জন্য সেই আলেম বললেন, "হুজুর, কি করলে আমি অনন্ত জীবন লাভ করতে পারব?"

26ঈসা তাঁকে বললেন, "তৌরাত শরীফে কি লেখা আছে? সেখানে কি পড়েছেন?"

27সেই আলেম ঈসাকে জবাব দিলেন, "তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের সমস্ত দিল, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত শক্তি ও সমস্ত মন দিয়ে তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌কে মহব্বত করবে; আর তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত মহব্বত করবে।"

28ঈসা তাঁকে বললেন, "আপনি ঠিক জবাব দিয়েছেন। যদি আপনি তা করতে থাকেন তবে জীবন পাবেন।"

29সেই আলেম নিজের সম্মান রক্ষা করবার জন্য ঈসাকে বললেন, "আমার প্রতিবেশী কে?"

30ঈসা জবাব দিলেন, "একজন লোক জেরুজালেম থেকে জেরিকো শহরে যাবার সময় ডাকাতদের হাতে পড়ল। তারা লোকটির কাপড় খুলে ফেলল এবং তাকে মেরে আধমরা করে রেখে গেল। 31পরে একজন ইমাম সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি সেই লোকটিকে দেখে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন। 32ঠিক সেইভাবে একজন লেবীয় সেই জায়গায় আসল এবং তাকে দেখতে পেয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। 33তারপর সামেরিয়া প্রদেশের একজন লোকও সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে ঐ লোকটির কাছাকাছি আসল। তাকে দেখে তার মমতা হল। 34লোকটির কাছে গিয়ে সে তার আঘাতের উপর তেল আর আংগুর-রস ঢেলে দিয়ে বেঁধে দিল। তারপর তার নিজের গাধার উপর তাকে বসিয়ে একটা হোটেলে নিয়ে গিয়ে তার সেবা-যত্ন করল। 35পরের দিন সেই সামেরীয় দু'টা দীনার বের করে হোটেলের মালিককে দিয়ে বলল, 'এই লোকটিকে যত্ন করবেন। যদি এর চেয়ে বেশী খরচ হয় তবে আমি ফিরে এসে তা শোধ করব।' "

36শেষে ঈসা বললেন, "এখন আপনার কি মনে হয়? এই তিনজনের মধ্যে কে সেই ডাকাতদের হাতে পড়া লোকটির প্রতিবেশী?"

37সেই আলেম বললেন, "যে তাকে মমতা করল সেই লোক।"

তখন ঈসা তাঁকে বললেন, "তা হলে আপনিও গিয়ে সেই রকম করুন।"